Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 01, 1432 Bangla, January 15, 2026, Thursday, No. 15, 56th year

H I G H L I G H T S

'The election will must be held on 12 February' —Chief Adviser Professor Muhammad Yunus reaffirmed this commitment on the election to US diplomats. (BBC:03)

The strong campaign for a 'yes' vote in the referendum has raised questions about the role of the interim government and creating a level playing field in the election. (BBC:04)

Ahead of the upcoming election, the interim government has decided to temporarily suspend visa-on-arrival services in Bangladesh to avoid any "undesirable situations,"-- said.Foreign Adviser Md Touhid Hossain. (BBC:03)

The Election Commission will begin training presiding officers and assistant presiding officers from 22 January in preparation for the 13th national parliamentary election and the referendum. (Jago News:22)

In the case over crimes against humanity committed in the killing of Abu Sayeed, the hearing of testimonies against 30 accused, including former Begum Rokeya University VC Md Hasibur Rashid, has been completed. Arguments will be presented on 20 January. (Jago News:22)

The ICT has ordered the framing of charges against retired Major General Ziaul Ahsan in a crimes against humanity case over the killing of more than a hundred people following enforced disappearances.

(Jago News:16)

BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed has said BNP will properly implement every provision of the July National Charter that was signed on the basis of consensus. (Jago News:18)

Disputes over seat-sharing within the 11-party alliance, including Jamaa and Islami Andolon Bangladesh, ahead of election have taken a complicated turn. The Jamaat-led alliance has postponed its previously announced press conference on the issue. (BBC:12)

No decision has yet been made on whether Bangladesh will join the proposed International Stabilisation Force to maintain stability in Gaza, Palestine. Any such decision would be taken by an elected government, said Foreign Adviser Md Touhid Hossain. (Jago News:21)

The Ministry of Liberation War Affairs has cancelled nearly 15,000 video interviews of freedom fighters recorded under the "Birer Konthe Birgatha" project, citing that the videos did not present the "correct history" of the Liberation War. (DW:14)

Director: 44813046 | **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** | **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ০১, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১৫, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং-১৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

১২ ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে-- মার্কিন কূটনীতিকদের কাছে নির্বাচন নিয়ে এমন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। [বিবিসি:০৩]

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জোরেসোরে প্রচারণা চালানোয় অন্তবর্তী সরকারের ভূমিকা ও নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। [বিবিসি:০৪]

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে' বাংলাদেশে আপাতত 'অন অ্যারাইভাল ভিসা' বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তবর্তী সরকার---জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন। [বিবিসি:০৩]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। [জাগো নিউজ:২২]

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ ৩০ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ; যুক্তিতর্ক উপস্থাপন আগামী ২০ জানুয়ারি। [জাগো নিউজ:২২]

গুমের পর শতাধিক মানুষকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। [জাগো নিউজ:১৬]

ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে, এ সনদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে বিএনপি---জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ । [জাগো নিউজ:১৮]

নির্বাচনকে ঘিরে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ ১১ দলীয় জোটে আসন সমঝোতা নিয়ে দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করেছে; পূর্বঘোষিত সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করেছে জোটটি। [বিবিসি:১২]

গাজায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এ ব্যাপারে নির্বাচিত সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে--- জানিয়েছেন অন্তবর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন। [জাগো নিউজ:২১]

ভিডিওগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ‘সঠিক ইতিহাস’ তুলে ধরা হয়নি এমন কারণ দেখিয়ে ‘বীরের কণ্ঠে বীরগাথা’ প্রকল্পের অধীন নেওয়া প্রায় ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার ভিডিও সাক্ষাৎকার বাতিল করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। [ডয়চে ভেলে:১৪]

বিবিসি

'১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন হবে' মার্কিন কূটনীতিকদের প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে বলে মার্কিন কূটনীতিকদের কাছে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মার্কিন কূটনীতিক আলবার্ট গম্বিস ও মর্স ট্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন বলে বুধবার এক খবরে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা 'বাসস'। নির্বাচনকে ঘিরে পরিকল্পিতভাবে ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান অধ্যাপক ইউনূস। "কে কী বলল, তা বিবেচ্য নয়। ১২ ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে, এর একদিন আগে বা পরে নয়," বলেন প্রধান উপদেষ্টা। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও মার্কিন কূটনীতিকদের জানান তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিচার শুরুর আদেশ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চাকরিচ্যুত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্যও করা হয়েছে। বুধবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল অভিযোগ গঠন করে এই আদেশ দেন। সেইসঙ্গে, মামলা থেকে অভিযুক্ত মি. আহসানকে অব্যাহতি চেয়ে আসামিপক্ষের আবেদন খারিজ করে দেয় ট্রাইবুনাল। আর আগে, গত ১৭ ডিসেম্বর মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের পর তা উপস্থাপন করে তিনটি অভিযোগ আমলে নেওয়ার আবেদন করেন ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। পরে সেটি আমলে নেওয়ার নির্দেশ দেয় ট্রাইবুনাল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের আমলে জিয়াউল আহসান ন্যাশনাল টেলি-কমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক পদে ছিলেন। ৫ আগস্টের পর তাকে চাকরিচ্যুত করে গ্রেফতার দেখানো হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশে 'অন অ্যারাইভাল ভিসা' আপাতত বন্ধ থাকবে : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে আপাতত 'অন অ্যারাইভাল ভিসা' বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নির্বাচনের আগে 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে' সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বুধবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। যে-সব দেশের নাগরিকরা বাংলাদেশে এতদিন 'অন অ্যারাইভাল' বা 'আসার পর ভিসা পেয়ে এসেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করতে দেখা গেছে ওইসব দেশগুলোতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের। এর মধ্যে, মালদ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের ফেসবুক পেইজে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একমাস বাংলাদেশ 'অন অ্যারাইভাল ভিসা' বন্ধ থাকবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

'উসকানিমূলক' বক্তব্য দিয়ে কিছু প্রার্থী 'বিরক্ত করার' চেষ্টা চালাচ্ছে : মির্জা আব্বাস

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ 'উসকানিমূলক' বক্তব্য দিয়ে বিরক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ঢাকায় সাংবাদিকদের কাছে এমন অভিযোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য। "কিছু কিছু প্রার্থী এমন কথাবার্তা বলছেন, ওইগুলো উসকানিমূলক কথাবার্তা...খেয়াল করে দেখবেন। আমি যে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, সেই আসনের কিছু কিছু প্রার্থী আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতেছে," বলেন মি. আব্বাস। "তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলছে, যাতে আমরা একটু ইরিটেটেড হই। এই ব্যাপারে আমি নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানাব, তারা যেন একটু খেয়াল রাখেন," বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

বৃহস্পতিবার ফের অবরোধের ডাক দিয়ে সড়ক ছাড়লেন বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা

বৃহস্পতিবার আবারও সড়ক অবরোধের ডাক দিয়ে বুধবারের মতো বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ করেছেন ঢাকার সাত কলেজের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবস্থান নিয়ে থাকার পর সন্ধ্যায় তারা সড়ক ছেড়ে দেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সায়েন্স ল্যাব, তাঁতী বাজার ও টেকনিক্যাল মোড়ে বৃহস্পতিবার আবারও সড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন তারা। দাবি মেনে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখারও ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। "আমরা যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা পাচ্ছি না, অতএব আমাদের এই কর্মসূচি আমরা স্পেসিফিক নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত চলমান রাখবো। আমাদের এই ব্লকেড কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলমান থাকবে," বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নাঈম হাওলাদার। এর আগে, বুধবার দুপুর থেকে ঢাকার সায়েন্স ল্যাব, টেকনিক্যাল মোড়, তাঁতী বাজার এবং মহাখালীর আমতলী মোড় আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে ওইসব এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সন্ধ্যায় সড়ক ছেড়ে দেওয়ার পর যানজট কিছুটা কমতে থাকে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

রংপুরে রেকটিফায়েড স্পিরিট পানে ছয়জনের মৃত্যুর পর কারাগারে মারা গেলেন বিক্রেতা

রংপুরে রেকটিফায়েড স্পিরিট পান করে ছয়জন মৃত্যুর ঘটনায় বিক্রেতা সন্দেহে গ্রেফতার জয়নুল আবেদিন কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা গেছেন। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অভিজিৎ চৌধুরী। এর আগে, মঙ্গলবার বিকেলে মি. আবেদিনের বুকে ব্যথা শুরু হলে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় কারা কর্তৃপক্ষ। সেখানে হৃদ্‌রোগ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মি. চৌধুরী। জয়নুল আবেদিন মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করেছে পুলিশ। গত তিন দিনে রংপুর সদর ও বদরগঞ্জ উপজেলায় রেকটিফায়েড স্পিরিট পান করে যে ছয়জন মারা গেছে, তারা মি. আবেদিনের কাছ থেকে সেটি কিনেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। রেকটিফায়েড স্পিরিট পানে মৃত্যুর ঘটনার পর ১০ বোতল স্পিরিটসহ বিক্রেতা জয়নুল আবেদিনকে গ্রেফতারের তথ্য জানিয়েছিল পুলিশ। পরে তাকে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

বিসিবি পরিচালক নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলা বন্ধের হুমকি ক্রিকেটারদের

ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগ দাবি করেছেন ক্রিকেটাররা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ম্যাচ শুরুর আগে তিনি পদত্যাগ না করলে, সব ধরনের ক্রিকেট খেলা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। বুধবার রাতে জুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে এই আল্টিমেটাম ঘোষণা করেন কোয়াব-এর সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেললে ক্রিকেটারদের ক্ষতি বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বুধবার বিকেলে বিসিবির পরিচালক ও অর্থ কমিটির প্রধান মি. ইসলাম বলেন, "ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাহলে ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি।" এমন মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্রিকেটাররা তার পদত্যাগ দাবি করে কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

বিক্ষোভ-অবরোধে ঢাকার একাধিক সড়কে যানচলাচল বন্ধ, তীব্র যানজট

বিভিন্ন দাবিতে ঢাকার ফার্মগেট, সায়েন্স ল্যাব, মহাখালীসহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এতে ওইসব এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সহপাঠী হত্যার বিচারের দাবিতে বুধবার সকাল ১১টার দিকে ফার্মগেট মোড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে টেকনিক্যাল, মহাখালী, সায়েন্সল্যাব এবং তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। দাবি মানা না পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এতে ওইসব এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে, রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় গণপরিবহণসহ বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীদের। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট লক্ষ্য করা গেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা, অন্তবর্তী সরকারের ভূমিকা প্রশ্ন তৈরি করছে?

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে জোরেশোরে প্রচারণা চালাতে শুরু করেছে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের সাথে গণভোটের ভোটগ্রহণও করা হবে। প্রধান উপদেষ্টার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের পেইজে গণভোটের 'হ্যাঁ'-তে সিল দিন- এ রকম একটি ফটোকার্ড শেয়ার করার পাশাপাশি, ভিডিও চিত্রেও জনগণকে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই ভিডিও চিত্রে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলনকারী, নিহতদের পরিবারের সদস্য, গুম কমিশনের সদস্যের বরাতে 'হ্যাঁ' ভোট কেন দিতে হবে, সেটির ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে 'হ্যাঁ' ভোট দিলে কী পাওয়া যাবে, সেটির বিস্তারিত উল্লেখ করে, 'না' ভোট দিলে কিছুই পাওয়া যাবে না- এমন প্রচারণাও চালাচ্ছে অন্তবর্তী সরকার। এমনকি ব্যাংক কর্মকর্তা, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের গণভোটে 'হ্যা' ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাতে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। যেখানে অন্তবর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে একটি নির্বাচন আয়োজন করা, সেখানে গণভোটে একটি পক্ষে প্রচারণা চালানোয় কি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে?

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সরকার একটি নির্দিষ্ট পক্ষ বা অবস্থান নিলেও, নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র গণভোটের বিষয়বস্তু এবং কীভাবে 'হ্যাঁ', 'না' ভোট দেওয়া যাবে, সেই নির্দেশনা দিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ডিসি, ইউএনও, যারা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন, তারা এই প্রচারণা করলে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। গণভোটে তাদের অবস্থানের কারণে জাতীয় নির্বাচনেও এর প্রভাব পড়বে এবং আইনানুযায়ী শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন বলে জানান সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে,

সরকারের এমন প্রচারণা চালাতে আইনি বাধা নেই বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম দাবি করলেও, আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আপাতদৃষ্টিতে আইনি বাধা না থাকলেও, অতীতের অন্যান্য প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মতো এই নির্বাচনও এর ফলে ভবিষ্যতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি মূলত চারটি প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক ভোটারকে জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশনের মতো অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গঠন, দুই কক্ষবিশিষ্ট আগামী সংসদ হবে- এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ ছাড়াও, যে ৩০ প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্যান্য সংস্কার বাস্তবায়নের বিষয়েও ভোটারদেরকে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দিতে হবে। এদিকে, এসব প্রশ্নেই 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণার অংশ হিসেবে জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। যে ১২টি বিষয় উল্লেখ করে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা চালাচ্ছে সরকার, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- যত মেয়াদই হোক কেউ সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না, দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছেমতো ক্ষমা করতে পারবেন না, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও পিএসসি গঠনে সরকারি ও বিরোধী দল একত্রে কাজ করা। সরকার বলছে, 'হ্যাঁ' ভোট দিলে এই সবকিছু পাওয়া যাবে। তবে, 'না' ভোট দিলে কিছুই পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে সরকার। 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচারণার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। একইসাথে, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সব ব্যাংকগুলো প্রচারণা চালাবে। এরই অংশ হিসেবে ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় দুইটি করে ব্যানার টানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের গণভোটে 'হ্যা' ভোটের পক্ষে জোরালো প্রচারণা চালাতে নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। একই সাথে, জুমার খুতবায় আলোচনাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন এবং পোশাক কারখানার সামনে ব্যানার প্রদর্শনের নির্দেশনাও দিয়েছে সরকার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচার চালাতে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "আসন্ন গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে দেশে আর কখনও রাতের ভোট অনুষ্ঠিত হবে না।" গত বছরের ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা জানান, গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট 'হ্যাঁ' সূচক হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। এই প্রতিনিধিগণ একইসাথে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া, পরিষদ তার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে। সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে, যার মেয়াদ হবে নিম্নকক্ষের শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত। "জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে," বলেও সেদিন জানিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পদক্ষেপ

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা চালানো যাবে। গণভোটের প্রচার নিয়ে সরকারের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দেখা যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা চালালেও বিএনপি বলছে, গণভোটের প্রচারণা চালানো বিএনপির দায়িত্ব না। জনগণের হাতেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে দলটি। সোমবার ঠাঁকুরগাওয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "গণভোটের প্রচারণা চালানো বিএনপির দায়িত্ব না। জনগণের দায়িত্ব ভোট দেওয়া, 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দেওয়া। জনগণ যা করে, তাই হবে।" সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মি. আলমগীর জানিয়েছেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিএনপি যে ৩১ দফার সুপারিশ দিয়েছে, তাতে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। "যারা আপনার সব সময় ফ্যাসিস্টদের ভয়ে থাকে, নিজেরা কোনো কাজ করে না। বিদেশে থেকে বড় বড় কথা বলে। তাদের কাছে এসব বিষয়। আমাদের কাছে আমরা ফ্যাসিস্টকে তাড়াতে জানি, মারতেও জানি, মার খেতেও জানি। আমাদের ৩১ দফায় সংস্কারের কথা বলা আছে,"বলেন তিনি। এদিকে, ওইদিনই জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, "আমরা সংস্কারের পক্ষে। অতএব আমরা 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে।" অন্যদিকে, এরই মধ্যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র ও তরুণদের রাজনৈতিক দল এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করলেও, 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচারণার জন্য আসনভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

'সরকারের প্রচারণার কারণে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকছে না'

গণভোটে জনগণ যাতে 'হ্যাঁ' ভোট দেয়, সেজন্য সরকারের প্রচারণার সিদ্ধান্তের কারণে নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' থাকছে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের আইন বিশেষজ্ঞরা। যদিও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণেই অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের উদ্যোগ হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ বিভিন্ন কমিশন করেছে। ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (ফিমা)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মুনিরা খান মনে করছেন, "সংস্কার কার্যক্রমের জন্যই নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেরি হয়েছে। সেই সংস্কারের অংশ হিসেবে

গণভোটের একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু আমি মনে করি না, তাতে জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে।" তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ভোটার চাইলে 'না' ভোটও দিতে পারবেন। তাতে কোনো বাধা নেই। এদিকে, আইন বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক মনে করেন, নির্বাচনের সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো। অর্থাৎ নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না। "গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে সরকার ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। তার অর্থ হলো, সরকার একটা পক্ষ নিয়ে নিচ্ছে। সরকার যদি একটা অবস্থান নিয়ে নেয়, তাহলে আমরা যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলি, তা এখানে থাকছে না। সরকারের এর থেকে বিরত থাকাই নৈতিকভাবে অনেক বেশি কাম্য," বলেন মি. মালিক। অতীতে বিভিন্ন সময়ের নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বসহ নানা কারণে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

গণভোটে এই অন্তর্বর্তী সরকারের 'হ্যাঁ' ভোটে পক্ষ নেওয়ায় ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে এই নির্বাচন আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ এই আইনজীবী। মি. মালিক বলেন, "নির্বাচনে 'হ্যাঁ' ভোট যদি জয়যুক্ত হয়, তখন কেউ তো আদালতে যেতেও পারে। গিয়ে বলতে পারে নির্বাচনের এই অংশে সুষ্ঠু ভোট হয় নাই। কারণ, সরকার এর পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। গণভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছিল না। নৈতিকভাবে সরকারের এর থেকে বিরত থাকাই উচিত।" আবার সংসদীয় নির্বাচনে ভোটের হার বেশি হলেও, সরকারের প্রচারণার কারণে গণভোটে জনগণের অংশগ্রহণের হার কম হতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। যদি গণভোটে জনগণ 'না' ভোট বেশি দেয়, তবে এই সরকারের ভূতাপেক্ষ গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বলে মনে করেন তিনি। "সরকারের পক্ষে প্রচারণা সত্ত্বেও যদি গণভোটে অংশগ্রহণের হার সংসদীয় নির্বাচনের হারের চেয়ে কম হয়, তখন তো এর আরো নৈতিক যুক্তি থাকবে না," বলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ এই আইনজীবী শাহদীন মালিক।

'রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হবে'

আরেকজন নির্বাচন পর্যবেক্ষক আবদুল আলীমও (ফিমা)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মিজ খানের সাথে একমত এই বিষয়ে যে, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার একটি পক্ষ। কেননা, এই সরকার সংস্কারের উদ্যোগী সরকার। মি. আলীম নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন এবং জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের সদস্য। তিনি দাবি করেন, এর আগে যতবার গণভোট হয়েছিল, তখনকার সরকারও সেগুলোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু, ডিসি, ইউএনও যারা রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচনি দায়িত্বে থাকবেন, তারা এই 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট থাকলে নির্বাচনে প্রভাব পড়বে বলেই মনে করেন মি. আলীম। এ ছাড়া, সাধারণত নির্বাচনের সময় স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ব্যাংক কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের মতো ভোটগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকেন। তাদেরকেও গণভোটে 'হ্যা' ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ থেকে। "ডিসি, ইউএনও তারা যদি সরাসরি ক্যাম্পেইন করে, যেহেতু তারা ভোটগ্রহণের সাথে জড়িত এবং তাদের আসনে তারাই সর্বেসর্বা। সো, তারা যদি ইন্টারভেন করে যে, 'হ্যাঁ' ভোটে ভোট দাও, তখন এটার ফেয়ারনেস নিয়ে এক ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আলীম। এমনকি, 'না' ভোটের সংখ্যা কম দেখিয়ে, এই রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দিয়ে 'হ্যাঁ' ভোট বেশি দেখানো হয়েছে এমন অভিযোগও উঠতে পারে বলে মন্তব্য করেন এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক। ফলে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষের এই প্রচারণা থেকে তাদের দূরে রাখা উচিত বলে মনে করেন মি. আলীম।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটের আগেই বিতর্কে পোস্টাল ব্যালট, ছড়িয়ে পড়া ভিডিও নিয়ে যা বলছে নির্বাচন কমিশন

একটি ঘরে কয়েকজন মিলে অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুণছেন, একটি খামে ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ আছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বাহরাইনের নাম। এই ঘটনার একাধিক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একটি ভিডিওতে একজন ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "আপনারা এখান থেকে যেগুলা আছে, সব লইয়া যানগা। আমরার দরকার নাই। ভিডিও কইরেন না। ফেসবুকে ছাড়িয়েন না।" এছাড়া, "একাধিকজন ভিডিও করলে তা ফেসবুকে ছড়িয়ে যাবে। তখন ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে। বাহরাইনে প্রবাসীদের দেওয়া পোস্টাল ব্যালটে ভোট বন্ধ হয়ে যেতে পারে," এমন বক্তব্যও শোনা যায় আরেকজনের কণ্ঠে। অভিযোগ উঠেছে, বাহরাইনে জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার বাসা থেকেই পোস্টাল ব্যালটগুলো পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে নির্বাচনের আগে প্রবাসী ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং কারসাজির চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন কেউ কেউ। বাহরাইনের একাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পোস্টাল ব্যালট পেতে কেবল বাহরাইন নয়, গোটা গাল্ফ বা উপসাগরীয় এলাকার প্রবাসী ভোটারদের সহায়তা করছে বিভিন্ন কমিউনিটি গ্রুপ। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, ভিডিওর যে ক্লিপগুলো সামাজিক মাধ্যমে এসেছে, সেগুলো মূলত বাইরাইনের হিদ এলাকার। ভিডিওটি জামায়াত নেতার বাড়িতে করা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে এমন দাবি করা হলেও, বিষয়টি অস্বীকার করেছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ। এ ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ বলছেন, "প্রবাসী ভোটাররা একটা ব্যালট পেয়েছেন এই আনন্দটুকু ধরে রাখার জন্য কেউ ভিডিওটা করে এটাকে পোস্ট করেছেন। তবে এটি করা উচিত হয়নি," বলেও মন্তব্য তার। এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ' বলে উল্লেখ করেছেন

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। তিনি বলছেন, এমন ঘটনা নির্বাচনের ওপর মানুষের আস্থা আরও কমাবে। "যেই এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকুক না কেন, কমিশনের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা," বলেন তিনি।

এদিকে, পোস্টাল ব্যালটে নিজেদের প্রতীকের অবস্থান নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। বাহরাইনের ঘটনা নিয়েও উদ্‌বেগ জানিয়েছে দলটি। তবে, নির্বাচন কমিশন একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, "এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি কর্তৃক কোনো খামই খোলা হয়নি এবং তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়নি।" সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া প্রায় আট মিনিটের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট গুনছেন এবং পাশ থেকে কেউ এর ভিডিও ধারণ করছেন। এ সময় ভিডিও করতে নিষেধ করতেও শোনা যায় একজনকে। বাধা দিয়ে বলছেন, "এই দাঁড়ান, আপনি ভিডিও করছেন কীসের জন্য? এখানে উনারা মেইন ভিডিও করছেন। কেন আপনারা আরও ভিডিও করছেন?" এই ঘটনার ২৭ সেকেন্ডের আরও একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেও অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনতে দেখা যায়। নিজেকে জামায়াতের বাহরাইন শাখার নেতা পরিচয় দিয়ে মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন নামে একজন বিবিসি বাংলাকে বলছেন, কেবল বাহরাইন নয়, গাল্ফভুক্ত সব দেশেই ভোটারদের সহায়তা করছেন তারা। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের বেশিরভাগই শ্রমিক হওয়ায়, তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। বিশেষ করে, যারা শ্রমিক ক্যাম্পগুলোতে থাকেন, তাদের বেশিরভাগেরই নিজস্ব কোনো পোস্টাল ঠিকানা নেই। "পোস্টাল ভোটের জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময় অনেকেই নিকটস্থ দোকান অথবা ভবন যেখানে মানুষজন সব সময় থাকে, এমন একটা অ্যাড্রেস দিয়েছেন। এতে করে এক একটি ঠিকানায় কয়েকশো করে ব্যালট এসেছে," বলেন মি. আবেদিন। এখানে ভোট জালিয়াতি কিংবা ভোটারদের প্রভাবিত করার কোনো উদ্দেশ্য নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। মি. আবেদিন বলছেন, বাইরাইনের ওই এলাকায় থাকা বিএনপির কিছু সমর্থক উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ভিডিও করে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও দাবি তার। এছাড়া, বাহরাইনের পোস্টাল বিভাগের উপরও দায় দিয়েছেন এই জামায়াত নেতা। তিনি বলছেন, "বাহরাইনের পোস্টাল বিভাগের কর্মী যখন দেখেছেন, একই ঠিকানায় বাল্ক অ্যামাউন্টে (বড় সংখ্যক) আছে এবং সবাই বাংলাদেশি, মোস্ট প্রবাবলি (খুব সম্ভবত) তার কাজ কমানোর জন্য একই জায়গায় ডাম্পিং করছে।"

যদিও বাহরাইনে জামায়াতের কোনো কমিটি নেই বলে দাবি করেছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ। তিনি বলছেন, "পোস্টাল ব্যালটের ওই ভিডিওর সাথে জামায়াতের কোনো সংযোগ নেই, এটি অপপ্রচার।" উল্লেখ্য, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশের আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক সংগঠন করার সুযোগ নেই। এ কারণে, সেখানে থাকা বাংলাদেশিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা নেতা হলেও, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রাকাশ্যে আনেন না।

ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে

নিয়ম অনুযায়ী, নিবন্ধিত ভোটারদের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানায় ব্যালট পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটগুলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অনলাইন নিবন্ধনের পর প্রবাসী ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। ইসির তথ্য অনুযায়ী, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন, যার মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় আট লাখ। এখন পর্যন্ত ৭৫টি দেশে অবস্থানরত ৫ লাখ ৮১ হাজার ৬৮৯ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে একই ঠিকানায় কয়েকশো ব্যালট, কিংবা ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ, ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে বলে মনে করেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য আব্দুল আলিম বলছেন, প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন প্রবাসী ভোটাররা। শুরুতেই এমন ঘটনা পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। "এর মাধ্যমে মানুষ ভোট দিতে অনাগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, অনেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট নাও দিতে পারে," বলেন তিনি। এক্ষেত্রে ভুল কোথায় হচ্ছে, সেটি খুঁজে তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও মনে করেন এই নির্বাচন বিশ্লেষক। "ব্যালট যেহেতু চলে গেছে, এখন ফেরত আসার সময় এরকম সমস্যা যেন না হয়," সেটি নিশ্চিত করার কথাও বলছেন তিনি। পোস্টাল ব্যালটে জাল ভোট দেওয়া সম্ভব কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মি. আলিম বলছেন, "জালিয়াতি ঠেকাতে এখানে কিছু ম্যাকানিজম আছে, তবে এখন যেহেতু জালিয়াতির যুগ, হয়ত এটাকেও ম্যানিপুলেট করে কেউ কেউ করে ফেলতে পারলো।"

এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ' বলেই উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। মি. আহমেদ বলছেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিংবা কমিশনের জন্য ভোটারদের আস্থা ধরে রাখা খুবই জরুরি। এই ধরনের ঘটনা ভোটের প্রতি মানুষের সন্দেহ তৈরি করতে পারে।" নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলছে, পোস্টাল সিস্টেমে জটিলতার কারণেই বাহরাইনের ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাটি নিয়ে কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ বলছেন, "বাহরাইনের ক্ষেত্রে ১৬০টি ব্যালট একটি ডেলিভারি পয়েন্টে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে প্রবাসী ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। আমার পাশে থাকে আমি

ওরটা পৌঁছে দিচ্ছি, ব্যাপারটা এরকম।" এছাড়া, বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং বাহরাইন পোস্ট বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলেও জানান তিনি। পরে নির্বাচন কমিশন বা ইসি থেকে এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় বাহরাইনে পোস্টাল ব্যালট-সম্পর্কিত একটি ভিডিও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে বাহরাইনে বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রের বরাত নিয়ে ইসি জানায়, "১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাহরাইন প্রবাসী কয়েকজন ভোটার কর্মস্থলে থাকাকালীন বাহরাইন পোস্ট কর্তৃক ব্যালট খাম বিতরণের জন্য যোগাযোগ করা হলে তারা একই এলাকায় বসবাসকারী সহকর্মীর কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ করেন। পরে পোস্টম্যান ওই ব্যক্তির কাছে একই এলাকায় বসবাসরত ১৬০টি ব্যালট খাম বিতরণের জন্য হস্তান্তর করেন।" "পরবর্তী সময় ভোটারদের নিকট হস্তান্তরের জন্য বাছাইকালে উক্ত ভিডিওটি ধারণ করা হয়।" পরে বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা ১২৯টি খামসহ দূতাবাসে হাজির হন এবং বিতরণের জন্য সহযোগিতা চান বলেও জানায় ইসি। নির্বাচন কমিশন দাবি করছে, এ ঘটনায় তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়নি। পাশাপাশি একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সব দূতাবাসকে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে বিএনপির আপত্তি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালটে নিজেদের প্রতীক ধানের শীষের অবস্থান নিয়ে আপত্তি তুলেছে বিএনপি। মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে এ নিয়ে নিজেদের উদ্বেগের বিষয়টি জানিয়েছে দলটি। বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিদেশে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে কিছু রাজনৈতিক দলের নাম ও প্রতীক প্রথম লাইনে রাখা হলেও বিএনপির প্রতীক মাঝামাঝি রাখা হয়েছে। মি. খান বলেন, "কাগজ ভাঁজ করলে মাঝখানের প্রতীকে চোখ নাও পড়তে পারে। এটা ঘটনাক্রম নয়, উদ্দেশ্যমূলক বলেই মনে হয়েছে।" এখনো যে-সব দেশে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়নি, সেগুলো যেন সংশোধন করে পাঠানো হয়, সেই দাবিও ইসিকে জানিয়েছে বিএনপি। পাশাপাশি, বিদেশে পাঠানো পোস্টাল ব্যালট নিয়ে যে ভিডিও ছড়িয়েছে, তা নিয়েও উদ্‌বেগ জানিয়েছে দলটি। মি. ইসলাম বলেন, "আমরা বলেছি, যারা ব্যালট নিয়ে কারচুপির চেষ্টা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ইসি আগেই বলেছিল, এ ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের এনআইডি পর্যন্ত ব্লক করে দেবে।" নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৩৯ হাজার ১৮৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া, মালয়েশিয়ায় ৮৪ হাজার ২৯২ জন, কাতারে ৭৬ হাজার ১৩৯ জন, ওমানে ৫৬ হাজার ২০৭ জন এবং বাহরাইনে নিবন্ধিত হয়েছেন ১৯ হাজার ৭১৯ জন ভোটার।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

গাজায় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়নি : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশ থেকে গাজায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। "গাজায় আমরা যে ফোর্স পাঠাব, সেই সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। এখানে একেবারে আলাপ-আলোচনা চলছে এখন। কারণ, এখনো কোনো কিছুই ঠিক হয় নাই, কারা থাকবে, কারা থাকবে না। পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আমরা যাব না," বলেন মি. হোসেন। গাজায় স্থিতিশীলতা আনতে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে (আইএসএফ) অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশকিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছে বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। "প্রথমত, আমরা ওখানে লড়াই করতে যাব না। দ্বিতীয়ত, ওখানে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ থাকবে, যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা বা কথাবার্তা বলাই সম্ভব না, সেক্ষেত্রে তো আমরা যাব না। কাজেই আমাদের শর্তগুলো যেগুলো, সেগুলো মোটামুটি পরিষ্কার। এরপর আমরা চিন্তাভাবনা করব," বলেন মি. হোসেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ নারগীস)

আসন সমঝোতা নিয়ে জামায়াতসহ ১১ দলের সংবাদ সম্মেলন স্থগিত

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে পূর্বঘোষিত সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। বুধবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। তবে, ঠিক কী কারণে সংবাদ সম্মেলনটি স্থগিত করা হলো, সেটি পরিষ্কার করা হয়নি। "১৪ জানুয়ারি বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে আন্দোলনরত ১১ দল ঘোষিত সংবাদ সম্মেলন অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে," বিবৃতিতে বলা হয়েছে। আসন সমঝোতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের নতুন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে বলে জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্তে কী বলছে কলকাতার ক্রিকেট মহল?

আসন্ন আইসিসি টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ দলের সবথেকে বেশি ম্যাচ খেলার কথা ছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। তবে, বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় কলকাতার ক্রিকেট মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার, জাতীয় নির্বাচক থেকে শুরু করে ক্রিকেট সংবাদদাতা বা সাধারণ ক্রিকেট ভক্তরা অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তের পিছনে তো ছিল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে দেওয়া

হবে না বলে বিসিসিআইয়ের যে ঘোষণা, সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত খেলার মাঠে চাপিয়ে না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে, এই মতও আছে যে, রাজনীতি আর কূটনীতি সব খেলাকেই প্রভাবিত করে, তাই ক্রিকেট মাঠ তার থেকে আলাদা কীভাবে থাকবে? আবার বাংলাদেশের জার্সি গায়ে সমর্থকদের নিরাপত্তা দেওয়া যাবে কি না বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেটিকে অবান্তর বলছেন কেউ কেউ। কারণ, ভারত তো এখন মেডিক্যাল ভিসা ছাড়া বাংলাদেশিদের এক রকম ভিসাই দেওয়াই বন্ধ রেখেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে ক্রিকেট ভক্তরা ভারতে আসবেন কী করে? কলকাতার ক্রিকেট ভক্ত আর বিশেষজ্ঞদের বেশিরভাগই মানছেন যে, মোস্তাফিজুর রহমানকে নিলামে তুলে, দলে নিয়েও তারপরে না খেলতে দেওয়াটা অনুচিত হয়েছে বিসিসিআইয়ের। বাংলাদেশি প্লেয়ারদের খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তটা আগেই কেন নেওয়া হলো না? আর ভারতে খেলতে না আসার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিয়েছে, তার ফলে কলকাতাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে করছেন সবাই। কারণ হিসাবে তারা বলছেন, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের যে তিনটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল, কিন্তু এখন হয়ত বদলি ম্যাচ আর নাও পেতে পারে কলকাতা।

মোস্তাফিজুরকে দলে নিয়েও বাদ দেওয়াটা উচিত হয়নি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে-সব অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতেই দাবি উঠেছিল যে, মোস্তাফিজুর রহমানকে যেন কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই রাজনৈতিক দাবি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব বেশি না উঠলেও, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের বিজেপি নেতাদের একাংশ তুলতে শুরু করেছিলেন। তারপরে তা জায়গা করে নেয় জাতীয় গণমাধ্যমের একাংশে এবং এরপরে বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোস্তাফিজুর রহমানকে খেলতে দেওয়া যাবে না। ক্রিকেটের মাঠের ওপরে এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া অবাঞ্ছনীয় ছিল বলে বিবিসি বাংলাকে জানাচ্ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন নির্বাচক সম্বরণ ব্যানার্জী। তার কথায়, "বাংলাদেশে যা ঘটে চলেছে, হিন্দুদের ওপরে নিয়মিত নির্যাতন হচ্ছে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে হয়ত মোস্তাফিজুরকে খেলতে না দেওয়াটা ঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সে নেওয়ার আগে সেটা জানালে ভাল হতো। তবে আমার মতে, খেলার মাঠে রাজনীতি আসাটা অনুচিত। কোনও প্লেয়ারকেই বঞ্চিত করাটা উচিত নয়। আমাদের কাছে খেলাটাই তো সব- খেলতে বাধা দেওয়া ঠিক না।"

কলকাতার 'এই সময়' পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক ও কলকাতা স্পোর্টর্স জার্নালিস্টস ক্লাবের সচিব অর্ঘ্য ব্যানার্জী বলছিলেন, "নিলামের আগেই যদি বিসিসিআই ঘোষণা করত যে, বাংলাদেশি প্লেয়ারদের খেলানো যাবে না, তাহলে তো ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। আগেই সামলিয়ে নেওয়া যেত। যে-রকম পাকিস্তানের প্লেয়ারদের খেলতে দেয় না, সে রকম বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ব্যাপারে আগেভাগেই জানাতে পারত বিসিসিআই।" কলকাতার ক্রিকেট ভক্তদের একাংশেরও মোস্তাফিজুর রহমানকে খেলতে না দেওয়া নিয়ে অনেকটা একই মতামত। টেলিকম শিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ ও ক্রিকেট ফ্যান অমিতাভ বিশ্বাসের কথায়, "মোস্তাফিজুর রহমানের ব্যাপারে বিসিসিআই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা তো আদতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। এটা অনুচিত হয়েছে। বিসিসিআই তো আগে ঠিক করতে পারত যে, পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশের কোনও প্লেয়ারকে নিলামে তোলা যাবে না!" "তবে বাংলাদেশও ভুল করতে যাচ্ছে, একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে আইসিসি টুর্নামেন্ট গুলিয়ে ফেলছে তারা। এতে দীর্ঘমেয়াদে কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটারদেরই ক্ষতি হবে। কারণ, এ রকম একটা টুর্নামেন্টে যে একেপাজার পাওয়া যায়, সেটা থেকে বঞ্চিত হয় ওরা," বলছিলেন মি. বিশ্বাস। সরকারি কর্মচারী শান্তনু রায়ের কথায়, "আইপিএলের দলে নিয়েও ভারত যেভাবে মোস্তাফিজুরকে বাদ দিল, সেটাকেই সুযোগ হিসাবে কাজে লাগালো বাংলাদেশ বোর্ড।"

খেলার মাঠে রাজনীতি অবাঞ্ছনীয়

কলকাতার বিশ্লেষক ও ক্রিকেট মহল বলছে, একটা সময়ে ভারত আর পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে এ ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে, ভারত-বাংলাদেশের খেলাতেও এখন সেই ব্যাপারটা চলে এলো। সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী বলছিলেন, "ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক, তার প্রভাব খেলার মাঠে অনেকদিন ধরেই পড়ছে। তবে, একটা সময়ে কিন্তু মাঠে সেই বৈরীতা ছিল না। তার কথায়, "আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা, শোয়েব আখতার একবার কলকাতায় খেলতে আসার সময়ে সৌরভ গাঙ্গুলির জন্য কাবুলি চপ্পল উপহার নিয়ে এসেছিলেন। আবার ১৯৮৬ সালের শারজায় ভারত পাকিস্তানের সেই ঐতিহাসিক ফাইনালের শেষ বলে জাভেদ মিয়াঁদাদ ছয় মারার পরে কিন্তু আনন্দে তিনি দুই দলেরই প্রত্যেকটি প্লেয়ারকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।" "এখন ভারত আর বাংলাদেশের ম্যাচ হলেও, অনেকটা সে রকম বৈরীতা দেখা যায়। কলকাতা আর ঢাকার মধ্যে একটা রাজনীতির পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা বাঞ্ছনীয় ছিল না," বলছিলেন মি. চক্রবর্তী। 'এই সময়' সংবাদপত্রের ক্রীড়া সাংবাদিক অর্ঘ্য ব্যানার্জীর কথায়, "ভারত পাকিস্তানের ম্যাচে যে বৈরীতা দেখা যেত, এখন বাংলাদেশও সে রকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল। খেলার মাঠে রাজনীতি আসা উচিত নয়, কিন্তু তা আটকানোর কোনও উপায়ও নেই। তবে, এই প্রথমবার তো নয়, খেলা নিয়ে রাজনীতি আগে থেকেই হয়ে আসছে।"

কলকাতার বাসিন্দা সন্দীপ দাসের কথাতেও আবার উঠে এলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা। তিনি বলছিলেন, "বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তো চাইছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধিতা আরও ছড়িয়ে দিতে। ভারতে খেলতে না আসার সরকারি সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। কারণ, তারা জানে বাংলাদেশের বহু সাধারণ মানুষ এই ভারত-

বিরোধী অবস্থানে উচ্ছ্বসিত হবে। কিন্তু শেষমেষ আইসিসি টুর্নামেন্টে না খেললে ক্ষতিটা তো হবে সে দেশের ক্রিকেটের, সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করতে পারে আইসিসি।" দুই দেশেই খেলার মাঠে সরকারি হস্তক্ষেপ যেভাবে হলো, তাতে আপত্তি আছে আমেরিকা প্রবাসী ক্রিকেট ভক্ত কল্যাণ ঘোষের। তার ছোট্ট মন্তব্য, "খেলাটা তো টিম আর সমর্থকদের জন্য। কোনও দেশের সরকারেরই উচিত নয় সেখানে হস্তক্ষেপ করা।" ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার উৎপল চ্যাটার্জী অবশ্য বলছেন, "অলিম্পিক্স থেকে শুরু করে সব ক্রীড়াঙ্গনেই তো রাজনীতি আর কূটনীতি জড়িয়ে আছে। যখন দুই দেশের সম্পর্কে টানাপড়েন চলে, তখন তো রাজনীতি আসবেই। ক্রিকেটের ময়দান তা থেকে বাইরে কী করে থাকবে?"

বাংলাদেশি সমর্থকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন 'অবান্তর'

টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের গ্রুপ পর্যায়ে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ পড়েছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ওই তিনটি ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে না হলেও, আরও তিনটি ম্যাচ কলকাতায় হওয়ার কথা আছে। তার মধ্যে একটি ইতালির সঙ্গে ইংল্যান্ডের, দ্বিতীয়টি ইতালি আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের এবং অন্যটি সুপার এইটের ম্যাচ। তবে, বিশ্লেষকরা বলছেন যে, গ্রুপ পর্যায়ের ইতালির ক্রিকেট দেখতে মানুষের হয়ত বিশেষ আগ্রহ থাকবে না। প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার উৎপল চ্যাটার্জীর কথায়, "এখন তো কলকাতার দর্শকের আর বিশেষ উৎসাহই থাকবে না গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ দেখার।" ক্রীড়া সাংবাদিক অর্ঘ্য ব্যানার্জী বলছিলেন, "ইতালি ফুটবলে অন্যতম বিশ্বসেরা, কিন্তু তাদের ক্রিকেট? কে দেখবে? কলকাতায় তো আর তেমন ভালো ম্যাচ পড়েনি। সৌরভ গাঙ্গুলি বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এই পরিস্থিতিতে তিনি কলকাতার জন্য কিছু একটা নিশ্চয় করতেন। তবে, এখন মনে হয় না ইডেনের নতুন করে অন্য ম্যাচ পাওয়ার সুযোগ আছে। আমার জানা মতে, শ্রীলঙ্কাকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলি যদি তারা ভারতে এসে খেলে। কিন্তু শ্রীলঙ্কাও তো যৌথ আয়োজক দেশ। তারা নিজের দেশ ছেড়ে ভারতে খেলতে স্বাভাবিকভাবেই রাজি নয়।" সম্বরণ ব্যানার্জীর কথায়, "ইডেনের ক্ষতি তো হলোই। কিন্তু কিছু তো করার নেই আমাদের। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী তো একমাত্র আইসিসি।" ভারতে এলে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, তাতে প্লেয়ারদের নিরাপত্তার সঙ্গেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বাংলাদেশি সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়েও।

কলকাতার পেশাজীবী সুজাতা ঘোষ বলছিলেন, "ভারত আর বাংলাদেশের এখন যা সম্পর্ক, তাতে তাদের মনে হতেই পারে যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্বের কথা বললেও, ভারতের কূটনীতি কিন্তু কোনও মুসলিম দেশের সঙ্গে বৈরীতা তৈরি করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের ওপরে ভরসা করতে পারল না!" জয়ন্ত চক্রবর্তী মনে করেন যে, বাংলাদেশের সমর্থকদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার প্রসঙ্গটাই অবান্তর। তার কথায়, "একটা সময়ে বাংলাদেশের ম্যাচ থাকলে সে দেশের সমর্থকরা কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকা, ওখানকার হোটেলগুলো সব ভরিয়ে ফেলতেন। এবারে সেটা আর হওয়ার সুযোগ নেই, কারণ ভারত তো বাংলাদেশিদের মেডিক্যাল আর খুব বিশেষ কারণ ছাড়া ভিসাই দিচ্ছে না। "তাই বাংলাদেশি সমর্থকরা জার্সি পরে মাঠে গেলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা অবান্তর," বলছিলেন মি. চক্রবর্তী। কলকাতার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী আর ক্রিকেট ভক্ত তথাগত চ্যাটার্জী শহরের ব্যাবসা বাণিজ্যের ক্ষতির কথা উল্লেখ করছিলেন। তিনি বললেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে, বিশ্ব-রাজনীতিতে সম্পর্কের অবনতির প্রথম আঘাতটা আসে খেলাধুলোর ওপরেই। তবে দুই দেশেই ধর্মীয় উন্মাদনার একটা পরিবেশের কারণে ভারতে খেলতে না আসার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিল, তাতে কলকাতার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনিতেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির পর থেকে কলকাতার নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ী বলুন বা হাসপাতাল-শিল্প, সামগ্রিকভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্যে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বগুড়াকে নিজেদের আদি দুর্গ দাবি জামায়াতের, ব্যালটে জবাব দিতে চায় বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা শুরু না হলেও, দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভোটের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। বিএনপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত উত্তরের জেলা বগুড়ায় অনেকটা স্বস্তিতে আছে বিএনপি। তবে, জেলার সাতটি আসনের মধ্যে দুই থেকে তিনটি আসনে বিএনপির সাথে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দিচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। জেলার সাতটি আসনের মধ্যে বগুড়ার সদর আসন থেকে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রার্থী হয়েছেন। ওই আসনসহ সবগুলো আসনেই প্রার্থী দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও, এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণফোরাম, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, এলডিপি এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ মোট ৯টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। তবে, ভোটাররা বলছেন, জেলার অন্তত তিনটি আসনে বিএনপির সাথে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে জামায়াতের। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নির্বাচনসহ অতীতের কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরে জামায়াতের বগুড়া সদরের আমীর আবিদুর রহমান বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেন, বগুড়া ছিল মূলত জামায়াতের আদি দুর্গ। এবারের নির্বাচনে তারা সেই দুর্গ ফেরত আনতে চায়। এর জবাবে বিএনপির জেলা সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বলছিলেন, এটি শুধু দুর্গ নয়, বিএনপি রাজনীতির তীর্থস্থান। এর প্রমাণ মিলবে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ব্যালটে।

নির্বাচন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার বাইরেও এই এলাকার ভোটাররা তাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলছিলেন, এবার নির্বাচনটি যেন অন্তত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হোক। নির্বাচন নিয়ে পথে-ঘাটে, চায়ের আড্ডায় নানা আলোচনা হলেও, নির্বাচন কমিশনের আইনি বাধ্যবাধকতায় ভোটের প্রচার-প্রচারণায় দেখা যায়নি। বগুড়া সদর থেকে গাবতলী উপজেলায় যাওয়ার পথে দুই পাশে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। উত্তরের এই জেলার বিশাল অংশ জুড়ে আবাদি জমি। আলু, ভুট্টা, সরিষা, ধানসহ বিভিন্ন মৌসুমে আলাদা ফসলের আবাদ হয়। এ মৌসুমে কুয়াশা যেমন কম পড়েছে, শীতের প্রকৃতিও খুব একটা বৈরী আচরণ করেনি, বলছিলেন সদরের রাজারহাট ইউনিয়নের কৃষক রেজাউল করিম। সকাল থেকে নিজের জমিতে ফসলের পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই মাঠের রাজনীতির খবর রাখার খুব একটা সময়ও হয় না তার। তবে, এবারের নির্বাচন ঘিরে তার অপেক্ষা যেন একটু বেশিই। কেন বেশি? এই প্রশ্নে মি. করিম বলছিলেন, "এই বয়সে মাত্র দুইবার ভোট দিতে পারছি। এরপর ২০০৮ সালের পরে আর ভোট দিতে পারি নাই। এখন ভোট আসছে, আমরা তো চাচ্ছি ভালো পরিবেশে ভোটটা ভালো হোক। যাতে কেন্দ্রে যাওয়ার পর না শুনি, আমার ভোট হয়ে গেছে।" এরপর বিগত তিনটি নির্বাচনে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন তিনি। মি. করিম জানাচ্ছিলেন, বগুড়ায় এবার যেই জিতুক, যারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, তারা যেন এমন একটা পরিবেশ পান, যাতে ভোটাররা কেন্দ্রে যেতে পারে, কোন রকম শঙ্কা না করে।

গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায়। এখন কেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট নিয়ে এমন শঙ্কা কেন? এই প্রশ্নে পাশেই ছিলেন ষাটোর্ধ কৃষক আব্দুস সামাদ। তিনি বলছিলেন, সারা বছরই পরিবেশ ভালো থাকে। ভোটের সময় এই সেই পরিবেশ আর থাকে না। তবে, এবার যেন অতীতের পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই প্রত্যাশার কথাও বলছিলেন মি. সামাদ। অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, পাশের গাবতলী উপজেলার একজন কর্মজীবী নারীর কাছ থেকে। নুরজাহান আক্তার আর তার স্বামী মিলে একটি গ্যারেজে কাজ করেন। মিসেস আক্তার বলছিলেন, "উপরের বড় নেতারা তো ভালো ভালো কথা বলে। মাঠের ছোট নেতারা তো নিজের মতো যা খুশি করে। এখন তাদের কারণেই তো অনেক সময় দলের দুর্নাম হয়। এত কিছুর পরও যদি আমরা ঠিক না হই, তাহলে তো আর কিছু করার নাই। বগুড়া সদর, গাবতলী, সারিয়াকান্দি, শেরপুর এলাকার ভোটারদের সাথেও কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। এই এলাকার ভোটাররা এবার অন্তত এমন একটা নির্বাচন চান, যেখানে তারা নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন।

নিজ ঘাটিতে কতটা স্বস্তিতে বিএনপি?

প্রথমে যখন বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করে, তখন দলীয় চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া বগুড়া-৭ এবং তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসনে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে এই আসনে আগেই বিকল্প প্রার্থী রেখেছিল বিএনপি। মিসেস জিয়ার মৃত্যুর পর গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টনকে বিএনপির প্রার্থী করা হয়। মূলত, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের নিজের এলাকা হওয়ার কারণে গাবতলীতে বিএনপির অবস্থান অনেকটাই শক্তিশালী। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন খালেদা জিয়া এই আসন থেকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় এখানে বিএনপির অবস্থানও শক্তিশালী। গাবতলী এলাকার ভোটার রফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "নভেম্বর মাসে খালেদা জিয়া যখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তারেক রহমান দেশের বাইরে ছিল। তখন বিএনপির অনেকেই হতাশ হয়ে গেছিল। তারেক রহমান দেশে ফেরার পর বিএনপির ভোটাররা মনোবল ফিরে পাইছে।" ভোটার ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে, বগুড়া-৬ ও বগুড়া-৭ এই দুইটি আসনেই বিএনপির সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থান। জিয়াউর রহমানের গ্রামের বাড়ি, সেটিই সবচেয়ে বড় কারণ। বাকি পাঁচটি আসনের মধ্যে আদমদীঘি দুপচাচিয়া নিয়ে গঠিত বগুড়া-৩ এবং সারিয়াকান্দি সোনাতলা নিয়ে গঠিত বগুড়া-১ আসনেও বেশ শক্ত অবস্থানে আছে বিএনপি। বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বগুড়া শুধু বিএনপির শক্তিশালী অবস্থান না, বিএনপির রাজনীতির তীর্থ স্থানও। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা ব্যালটেও তার প্রমাণ দিবে।" এ ছাড়া, বগুড়া-৫, শেরপুর-ধুনট আসনেও অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বিএনপি। যদিও এবার এই আসনে জামায়াত শক্তিশালী প্রার্থী দেওয়ায় এই আসনটিতে লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে দুই দলের মধ্যে।

বগুড়া-২ আসনে বিএনপি জোটের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। যদিও এই আসনে বিএনপিও ধানের শীষ প্রতীকে প্রার্থী দিয়েছিল। প্রথমে, এই আসন থেকে মি. মান্নার মনোনয়ন বাতিল করা হয়। তখন বৈধ প্রার্থী হিসেবে টিকে যায় বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী মীর শাহে আলম। বগুড়া থেকে মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় নির্বাচন কমিশনে আপিল করে আবার মনোনয়ন ফিরে পান মি. মান্না। এই মুহূর্তে মি. মান্নার মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় এ নিয়ে বেশ বিপাকে আছে বিএনপি। জেলা বিএনপির সভাপতি মি. বাদশা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এ নিয়ে এখনো ওই আসনে জোটের প্রার্থিতা চূড়ান্ত হয়নি। যেটি তারা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করবেন। অতীত নির্বাচনের ফলাফল বলছে, গত তিন দশকে এই জেলার আসগুলো বেশিরভাগই বিএনপির দখলে ছিল। তবে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির দুর্গে ভাগ বসায় আওয়ামী লীগ। সেইবার এই জেলায় নৌকার প্রার্থী বগুড়া-১ ও বগুড়া-৫ আসনে জয়লাভ করে।

জামায়াত বলছে-'বগুড়া আদি দুর্গ'

ঐতিহাসিক ও পুরাতন শহর বগুড়া। গণ-অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। ফলে, বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত, এই জেলার সাতটা আসনে অনেক দল ও প্রার্থী থাকলেও ভোটাররা বলছেন, এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে। বগুড়ার যে-সব জেলায় জামায়াতের অবস্থান শক্তিশালী, তার মধ্যে বগুড়ার শিবগঞ্জ একটি। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলেও, এই আসনে জয় পেয়েছিল জামায়াত। এ ছাড়া, বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়া অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে বগুড়া-৬, অর্থাৎ সদর আসনে জয় পেয়েছিল জামায়াত। স্থানীয় ভোটার ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভাষ্য, বগুড়ার যে আসনগুলোতে জামায়াতের অবস্থান শক্তিশালী, তার মধ্যে কাহালু নন্দীগ্রাম নিয়ে গঠিত বগুড়া-৪ আসন একটি। এবার নির্বাচনে এই আসনে চমক দেখাতে পারে বলে আশা জামায়াতেরও। যদিও জামায়াতে ইসলামীর দাবি ঐতিহাসিকভাবে বগুড়ার বেশ কয়েকটি আসনই জামায়াতের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও এই জেলা থেকে আসন জিতেছিল জামায়াত। যে কারণে জামায়াত বলছে, এটি শুধু বিএনপির ঘাঁটি না, জামায়াতের অতীত দুর্গও। শহর জামায়াতের আমির আবিদুর রহমান সোহেল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা কিন্তু বিএনপির ঘাঁটি ছিল না। এটা ছিল জামায়াতের ঘাঁটি। আমরা জোটবদ্ধ নির্বাচন করার কারণে আমরা ওইভাবে সবগুলো আসনে নির্বাচন করিনি। এবার সবগুলো আসনে আমরা প্রার্থী দিয়েছি। এবার আমরা আমাদের ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করবো।"

২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত পাঁচজন চেয়ারম্যান, ৯ জন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ও দুইজন জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জয়লাভ করেন স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে। জামায়াত নেতা মি. সোহেল জানান, এবার ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের ভোটাররাও জামায়াতকে ভোট দিবে বলে তাদের বিশ্বাস। যে কারণে এবার এই জেলায় ভোটে চমক দেখাতে পারে তারা। সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজনের বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন ইসলাম তুহিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখানে দুইটা দলেরই (বিএনপি-জামায়াত) প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করছি। এখানে বিএনপির দুর্গে ভোটের রাজনীতিতে অপর পক্ষ কোনো কোনো আসনে এগিয়েও যেতে পারে।" নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে এবার জেলার অনেক আসনের আদি হিসাব-নিকাশও বদলে যেতে পারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

জামায়াতকে ঘিরেই অসন্তোষ ১১ দলীয় জোটে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ ১১ দলীয় জোটে আসন সমঝোতা নিয়ে দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করেছে বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। গত বছরের শেষ দিকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন যখন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছিল, এমন সময় জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল যুগপৎ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামে। নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি তুলেছিল তারা। পরে, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বিষয়টি এক রকম চূড়ান্ত হয়ে গেলে এই দলগুলো আসন সমঝোতার পথে হাঁটে। তফশিল ঘোষণার পর জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ আরো কয়েকটি দল তাদের সঙ্গে যোগ দিলে ১১ দলীয় জোটের বিষয়টি সামনে আসে। তবে নির্বাচনের আগে এক মাসেরও কম সময় বাকি থাকলেও, এখনো এই ১১ দলের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বরং, জোট ভেঙে একটি দলের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়েছে। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় একটি সংবাদ সম্মেলনে ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে বেলা ৩টায় সেই সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করার কথা জানানো হয়।

১১ দলীয় জোটের পক্ষে সমন্বয়ক ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পরিষদের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ এক খুদে বার্তায় জানান, অনিবার্য কারণবশত পূর্বঘোষিত সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। ফলে, এই জোটের ভেতরে যে অস্থিরতা চলছে, তার আঁচ পাওয়া যায়। "আসন সমঝোতা নিয়ে দুই-একটা সমস্যা হয়েছে। সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি, আলোচনা করে বিষয়টির সমাধান করা হবে," বিবিসি বাংলার প্রশ্নের জবাবে বলেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তবে, এরই মধ্যে আসন সমঝোতায় অসন্তুষ্ট চরমোনাই পীরের রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলন ওই সংবাদ সম্মেলনে থাকবে না বলে সকালে খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিকেলে পৃথক আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার খবরও শোনা গিয়েছিল। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জোটের শরিক দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মুখপাত্র ও যুগ্ম মহাসচিব জালালুদ্দীন আহমদ তা নিশ্চিত করেন। "ইসলামী আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কিছু বলেনি। কিন্তু বিকেলের সংবাদ সম্মেলনে না থাকার কথা ফোনে জানিয়েছিল," বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন। এদিকে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান দলটির দুপুরের জরুরি বৈঠক শেষ হওয়ার পর এক বিবৃতিতে বলা হয়, "ইসলামপন্থির এক বক্স নীতি বহাল রাখতে আলোচনা চলমান।"

বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশে ৩০০ আসনে ৩ হাজার ৪০৬টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু দলীয় ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ২ হাজার ৫৬৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। এসব মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। সেই হিসেবে এই জোটের হাতে সময় অল্প, আছে মাত্র আর ছয়দিন। সমঝোতার আলোচনা চলার সময়েই জামায়াতে ইসলামী ২৭৬টি আসনে এবং

ইসলামী আন্দোলন ২৭২টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ৯৪টি, এনসিপি ৪৭টি, এবি পার্টি ৫৩টি, খেলাফত মজলিশ ৬৮টি, এলডিপি ২৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি বা জাগপা তিনটি, খেলাফত আন্দোলন ১১টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ছয়টি এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা বিডিপি দুইটি আসনে নিজেদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। সমঝোতা হয়ে গেলে এসব আসনে জোটের একজন প্রার্থী রেখে অন্য সবার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও নেন জোট নেতারা। এক পর্যায়ে জোট নেতারা যৌক্তিকভাবে কিছু ছাড় দেওয়ার ক্রাইটেরিয়াও নির্ধারণ করেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান এ বিষয়ে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, "ক্রাইটেরিয়া হলো দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে সবাই ছাড় দেবে এটা একটা বিষয়। আর যেখানে যার অবস্থা ভালো, সেখানে তাকে ছাড় দেওয়া যাবে, এটা আরেকটা বিষয়। তবে, সংখ্যাটা এখনো বলার মতো না, বলা যাবে না এটা।" আসন সংখ্যা নিয়ে প্রথম থেকেই জোটের সবচেয়ে বড় দল জামায়াতে ইসলামীর সাথে ইসলামী আন্দোলনের মনোমালিন্য শুরু হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জোটের কয়েকজন নেতা জানান, ৩০০ আসনের মধ্যে নিজেদের জন্য জামায়াতে ইসলামীর অন্তত ২১০ আসন রাখার সিদ্ধান্তে জোট শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মায়। এছাড়া, বাকি আসনগুলো জোটের অন্য শরিক দলগুলোর মধ্যে বণ্টনের আলোচনা এগোয়। এরই মধ্যে, জানুয়ারির এই দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেও দফায় দফায় বৈঠকে ইসলামী আন্দোলনকে তাদের দাবি অনুযায়ী আসন দিতে রাজি হয়নি জামায়াতে ইসলামী। প্রথম পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনকে ৩৫টি আসন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হলেও, পরে আরো পাঁচটি আসন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা শোনা যায়। এনসিপিকে ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশকে ১৩টি আসনে ছাড় দেওয়ার আলোচনা হয় বলেও শোনা যাচ্ছিল। এছাড়া, খেলাফত মজলিশকে পাঁচটি, এলডিপিকে পাঁচটি, এবি পার্টিকে তিনটি আসন ছাড় দেওয়া হতে পারে বলেও আলোচনায় এসেছে বলে জানা গেছে।

ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান কী?

চরমোনাই পীরের রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কয়েকটি সূত্র বলছে, দাবি অনুযায়ী, কমপক্ষে একশো আসন না পাওয়ায় অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ দলটির তৃণমূল পর্যায়েও ছড়িয়েছে। জোটের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাত্র ৪০ আসনে নির্বাচন করতে নাখোশ দলটির নেতা-কর্মীরা। যদিও, এক পর্যায়ে দলটি অন্তত ৫০টি আসন চেয়েছিল, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তাতে সম্মত হয়নি। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার রামপুরায় একটি মাদ্রাসায় এক বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল নেতাদের বৈঠকে নেতা-কর্মীরা অসন্তুষ্টির কথা তুলে ধরেছেন বলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, জোটের অন্যান্য দলের ক্ষেত্রেও জামায়াতে ইসলামী এককভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে ইসলামী আন্দোলন নাখোশ। ফলে, দলটি আসন সমঝোতা করবে, নাকি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ২৭২টি আসনেই লড়বে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত নয়। ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম মজলিশে আমেলার বৈঠকে সাধারণত এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে, দলটির আমির চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। ১১ দলীয় এই জোটের শরিক দুইটি দলের নেতারা জানান, ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে গত কয়েক দিনে জামায়াতে ইসলামীর একাধিক বৈঠক হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই এই ১১ দলীয় জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়া এবং সংবাদ সম্মেলনসহ নানা খবর শোনা যাচ্ছিল। সকাল থেকে একাধিকবার ফোন করলেও রিসিভ করেননি দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান। দুপুরে নিজেদের মধ্যে জরুরি একটি বৈঠকও করে দলটি। এ বিষয়ে জানতে ফোন করলে দুপুরেও ফোন রিসিভ করেননি মি. রহমান। তবে, পরে বিকেলে একটি সংবাদ বিবৃতি দেয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

দলের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামপন্থার এক বক্স নীতি বহাল রাখতে আলোচনা চলমান রয়েছে। দুপুরের জরুরি বৈঠকের কথাও এই বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে দলটি। এতে বলা হয়েছে, "জুলাই অভ্যুত্থানের পরে দেশ, জাতি ও ইসলামের স্বার্থে পীর সাহেব চরমোনাই ইসলামপন্থিদের এক বক্স নীতির ঘোষণা করেন। সেই নীতিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এখনো অটল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।" আলোচনা চলছে এবং দ্রুতই এক বক্স নীতির রূপরেখা ও ধরন পরিষ্কার হবে বলেও এতে বলা হয়।

যে প্রেক্ষাপটে ১১ দলীয় জোট

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে গত বছরের এপ্রিলে একটি মোর্চা গঠন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, খেলাফত আন্দোলন এবং নেজামে ইসলাম পার্টির মতো ইসলামভিত্তিক দলগুলো। মূলত, ইসলামভিত্তিক দলগুলোর ভোট এক ছাতার নিচে আনার প্রয়াসেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরে জামায়াতে ইসলামীও এতে যোগ দেয়। এরপরে জাগপা ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি যোগ দিলে আট দলীয় জোট হিসেবে বিভিন্ন সময় যুগপৎ কর্মসূচিতে এসব দলকে রাজনীতির মাঠে সরব হতে দেখা গেছে। এরই মধ্যে অভ্যুত্থানের পরে তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি, এলডিপিসহ আরো একটি দলের এই জোটে অংশ নেওয়ার পর ভোটের রাজনীতি নিয়ে আবারো আলোচনা-সমালোচনা দেখা দেয়। গত ২৮ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির জোটে যোগদানের খবর জানায়। জামায়াতে ইসলামী যাদের কি না একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত

ভূমিকা রয়েছে, তাদের সাথে গণ-অভ্যুত্থানের তরুণ ও ছাত্রদের এই দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ায় দলটির মাঝেই ক্ষোভ দেখা দেয়। দলের কয়েকজন আলোচিত নারী নেত্রী পদত্যাগ করার মধ্যদিয়ে সবার কাছে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। দল ছাড়ার পর এরই মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তাসনিম জারা।

আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় আসন না পাওয়ায় ১১ দলীয় এই জোটের পুরাতন সঙ্গী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ কয়েকটি দলের অসন্তোষ যেমন রয়েছে, তেমনি জোটের প্রার্থীদের আসন দিতে গিয়ে বিভিন্ন আসনে জামায়াতে ইসলামীর নিজ দলের নেতা-কর্মীদেরও মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দলের নেতারা অসন্তোষের বিষয়টি গত ৫ জানুয়ারি বিবিসি বাংলার কাছে স্বীকারও করেছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সেদিন বলেছিলেন, সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে সম্মানজনক মর্যাদায় সবাই একসাথে কাজ করছেন। সে সময় আট দলের পূর্ব প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে মি. জুবায়ের বলেছিলেন, "গত মাসের ৯ তারিখ থেকে আমরা আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলাম। শেষ দিকে এসে আরো তিনটি দল আমাদের সাথে এখানে জয়েন করলেন। এই অবস্থায় এসে প্রথম দিকের যে আলোচনা ছিল, গত মাসের ২৪-২৫ তারিখের সেটাকে আবার নতুন করে সাজাতে হলো।" পরে সকলে একমত হয়ে জোটের সিদ্ধান্তেই ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয় বলে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে জানিয়েছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০১.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার প্রকল্প বাতিল

শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণ দেখিয়ে একটি প্রকল্পের অধীন নেওয়া প্রায় ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার ভিডিও সাক্ষাৎকার বাতিল করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ কাজে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করা হবে না। সাক্ষাৎকারের এই ভিডিওগুলোও সংরক্ষণ করা হবে না। ডিডব্লিউয়ের কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানাচ্ছে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, পর্যালোচনা করে তারা দেখেছেন, সাক্ষাৎকারের ভিডিওগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের 'সঠিক ইতিহাস' তুলে ধরা হয়নি। ভিডিওতে রয়েছে নানা অসংগতি। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা ভিডিওতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এসব ভিডিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গেলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে বলে এগুলো বাতিল করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলোই শুধু নয়, বিগত সরকার আমলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে নেওয়া প্রায় ৫০ কোটি টাকার পুরো প্রকল্পই বাতিল করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে-সব বীর মুক্তিযোদ্ধা এখনো জীবিত রয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০২২ সালে এ প্রকল্প নেওয়া হয়। 'বীরের কণ্ঠে বীরগাথা' শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয় ৪৯ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বিসিবি বলছে, 'মারাত্মক ঝুঁকি'; আইসিসি বলছে, 'নিম্ন মাঝারি'

ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না চাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের অনুরোধের পর মঙ্গলবার প্রথম ভার্চুয়াল মিটিং করেন বিসিবি ও আইসিসি কর্মকর্তারা। ডিডব্লিউয়ের কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানাচ্ছে, বিসিবি-আইসিসি ভিডিও কনফারেন্সে দুই পক্ষে ভালো যুক্তি-তর্ক হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র। সভায় বিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসির কাছে জানতে চাওয়া হয়, যেখানে তাদের দেওয়া 'ইন্টারনাল থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টেই' বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দল ভারতে গেলে মোস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে নিরাপত্তা বিঘ্নের আশঙ্কা আছে, বাংলাদেশের জার্সি পরে বের হওয়া দর্শকদেরও বিপদের কারণ হতে পারে, সেখানে আইসিসি কীভাবে বিসিবিকে ভারতে দল পাঠাতে বলে? জবাবে আইসিসি বলেছে, ভারতে যেটুকু নিরাপত্তার আশঙ্কা আছে, সেটি 'লো-মডারেট' বা 'নিম্ন মাঝারি' পর্যায়ের। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এটি কাটিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু বিসিবি প্রশ্ন তোলে, ভারতে খেলতে গেলে বাংলাদেশ দলের পাশাপাশি বোর্ড কর্মকর্তা, সাংবাদিকেরাও সেখানে যাবেন। তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

এক বাসায় অনেক পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল, ব্যবস্থা চায় বিএনপি

একটি বাসায় বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনছেন কয়েকজন ব্যক্তি- এমন একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টাল ব্যালটের খামে ঠিকানা লেখা রয়েছে বাহরাইনের। ফ্যাক্ট চেক করে দেখা গেছে, পোস্টাল ব্যালটের ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি নয়। গতকাল (মঙ্গলবার) নির্বাচন কমিশন (ইসি)-র কাছে বিষয়টি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা দাবি করেছে বিএনপি। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, একটি 'বিশেষ রাজনৈতিক দলের' নেতারা কাজটি করছিলেন। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো এ খবর জানায়। ৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে কয়েকজন ব্যক্তিকে পোস্টাল ব্যালট গুনতে দেখা যায়। ভিডিওতে শোনা যায়, এক ব্যক্তি ভিডিওকারীকে বাধা দিয়ে বলছেন, "এই দাঁড়ান, আপনি ভিডিও করছেন কীসের জন্য? এখানে উনারা মেইন ভিডিও করছে। কেন আপনারা আরও ভিডিও করছেন? আপনারা এখান থেকে যেগুলা আছে, সব লইয়া যানগা।

আমরার দরকার নাই। কিন্তু ভিডিও কইরেন না। ফেসবুকে ছাড়িয়েন না।” আরেকজনকে বলতে শোনা যায়, “ডিস্টার্ব কইরো না, কেউ ফেসবুকে ছাড়বে না।” তখন ভিডিও ধারণে বাধাদানকারী ব্যক্তি বলেন, “আমরা এগুলো (পোস্টাল ব্যালট) যাচ্ছি, আর আনছি না। এগুলো আমাদের দিয়ে গেছে। এখানে আমার দাদিরা ছিল। আপনারা এখানে যা আছে, সব লইয়া যানগা।” এক পর্যায়ে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, “একাধিকজন ভিডিও করলে তা ফেসবুকে ছড়িয়ে যাবে। তখন ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে। বাহরাইনে প্রবাসীদের দেওয়া পোস্টাল ব্যালটে ভোট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।” ফ্যাক্ট চেক করে দেখা গেছে, পোস্টাল ব্যালটের ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি নয়।

এমন আরেকটি ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ২৭ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতেও অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনতে দেখা যায়। জুনায়েন বিন সাদ নামের এক ব্যক্তি ভিডিওটি ফেসবুকে দিয়ে লিখেছেন, “এটা ওমানে জামায়াতের এক ব্যক্তির বাসার ভিডিও।” ৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের অন্য ভিডিওটিও বাহরাইনে জামায়াতের একজনের বাসার বলে দাবি করছেন কেউ কেউ। ২৭ সেকেন্ডের ভিডিওতে চট্টগ্রাম-৩ আসনের কথা বলতে শোনা যায়। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম-৩ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চটগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, “আমরা রাতেই বিষয়টির খবর পেয়েছি। এটি দেশের বাইরে। তবে, কোন দেশের, সেটি নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। আমরা খোঁজ-খবর নিচ্ছি।” মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে যান নজরুল ইসলাম খানসহ বিএনপির চারজন প্রতিনিধি। বৈঠকে নানা বিষয়ের সঙ্গে পোস্টাল ব্যালটের বিষয়টিও তোলে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, “বাহরাইনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতারা অনেকগুলো ব্যালট পেপার ‘হ্যান্ডেল’ করছেন। এটার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, এটা তাদের নজরে এসেছে এবং তারা বাহরাইনে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।” নজরুল ইসলাম খান বলেন, নির্বাচন কমিশন তাদের আশ্বস্ত করেছে যে, এ ব্যাপারে আরও তদন্ত করে তারা প্রতিবেদন দেবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যদি কেউ এই ভোটে কোনো রকমের কারচুপির চেষ্টা করে, তাহলে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ভোটার তালিকায় ব্লক করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

শরীয়তপুরে বোমা বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৩

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় বোমা বিস্ফোরণে আহত আরও একজন মারা যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ হয়েছে। সর্বশেষ নিহত ব্যক্তির নাম নয়ন মোল্লা (২৫)। তিনি বিলাসপুর ইউনিয়নের ব্যাপারীকান্দি গ্রামের বাসিন্দা এবং মো. জয়নাল মোল্লার ছেলে। ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নয়ন মোল্লা মারা যান। গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনায় আরেক আহত মো. নবী হোসেন (২২) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি একই এলাকার রহিম সরদারের ছেলে। গত ৮ জানুয়ারি বোমা বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। সেদিনই মারা যান সোহান ব্যাপারী (৩২)। তার মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে একটি ফসলি জমি থেকে উদ্ধার করা হয়। সোহান একই গ্রামের দেলোয়ার ব্যাপারীর ছেলে।

জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মদ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণের এ ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, শুক্রবার ভোর রাতে জাজিরা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৫৩ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ জানায়, গত ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরে জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের ব্যাপারীকান্দি এলাকায় একটি টিনের ঘরে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘরের চালা উড়ে যায়। বিস্ফোরণের পর সোহান ব্যাপারীর মরদেহ পাওয়া যায় এবং নয়ন মোল্লা ও মো. নবী হোসেন গুরুতর আহত হন। ওসি আরও জানান, ঘটনার পরদিন অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল টিম ও সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে। গান পাউডার, স্প্লিন্টার, ভাঙা কাচ, তারের কাঁটা, ককটেলের খোসা, জর্দার কৌটা ও মার্বেল পাথরসহ বোমা তৈরির নানা সরঞ্জামও তখন উদ্ধার করা হয়। এছাড়া, গত সোমবার যৌথ বাহিনী বিলাসপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৫টি বোমাসদৃশ বস্তু, বেশ কয়েকটি ককটেল, দেশীয় অস্ত্র, বিদেশি চাকু, একটি ড্রোনসহ বেশকিছু জিনিস উদ্ধার করে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি আগাম নির্বাচনের ডাক দেবেন, নিম্নকক্ষ ভেঙে দেবেন

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ে আগাম নির্বাচনের পরিকল্পনা করছেন বলে জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের একজন নির্বাহী সদস্য। বুধবার তাকাইচি জোটভুক্ত দলের নির্বাহীদের বলেছেন যে, আসন্ন ডায়েট অধিবেশনের প্রথমদিকে তিনি নিম্নকক্ষ ভেঙে দেবেন।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৪.০১.২৬ রনি)

জাগো নিউজ

১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন, একদিন আগেও না, পরেও না : প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে দৃঢ় আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, কে কী বললো তাতে কিছু আসে-যায় না। ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন হবে- একদিন আগেও না, একদিন পরেও না। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দুই জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক আলবার্ট গম্বিস ও মোর্স ট্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। তারা দুইজনই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বুধবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান। বৈঠককালে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, নির্বাচন হবে স্বাধীন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচনকালীন সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে এবং সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে এবং ভুয়া খবরের বন্যা বইছে। তবে, এসব অপপ্রচার সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানে অটল এবং ফল ঘোষণার পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সাবেক অ্যাক্টিং আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট আলবার্ট গম্বিস এবং সাবেক অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ মোর্স ট্যান গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে আসন্ন নির্বাচন, জুলাই বিপ্লব ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি, তরুণ আন্দোলনকারীদের উত্থান, জুলাই সনদ ও গণভোট, নির্বাচনকেন্দ্রিক ভুয়া খবর ও অপপ্রচার, রোহিঙ্গা সংকট এবং সত্য ও পুনর্মিলনের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা জানান, সরকার গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। তার ভাষায়, জনগণের সমর্থনে অনুমোদিত হতে যাওয়া জুলাই সনদ ভবিষ্যতের স্বৈরশাসনের পথ বন্ধ করবে এবং একটি নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলবে। তিনি অভিযোগ করেন, সাবেক স্বৈরাচারী শাসনের সমর্থকরা নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে ভুয়া খবর ও অপতথ্য ছড়াচ্ছে। তবে, জনগণ এখন অনেক বেশি সচেতন। তিনি বলেন, মানুষ এখন এআই-নির্মিত ভুয়া ভিডিও ও অপপ্রচার শনাক্ত করতে পারছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

শতাধিক গুম-খুনের মামলায় জিয়াউল আহসানের বিচার শুরু

আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে গুমের পর শতাধিক মানুষকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। একইসঙ্গে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনসহ সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিন ঠিক করেছেন ট্রাইবুনাল। এর মাধ্যমে সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুম ও খুনের মামলার বিচার শুরু হলো। রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে বুধবার ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদেশের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভুঁইয়া সাক্ষ্য দেবেন। তবে, জিয়াউল আহসানের আইনজীবী ও তার বোন নাজনীন নাহার জানান, জিয়াউল আহসান বিচার-বহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যা হয়েছে তার সবই আইনগতভাবে হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

তিন ধরনের আদালত-ট্রাইবুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

সরকার সারাদেশের পারিবারিক আপিল আদালত, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল এবং ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইবুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা করেছে। 'বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩'-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে এ ঘোষণা দিয়ে ১২ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য এসব আদালত ও ট্রাইবুনালকে জেলা জজ আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব আদালতকে বিশেষ জেলা জজ আদালত হিসেবে অভিহিত করা হবে। একইসঙ্গে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো দায়রা জজ আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশেষ দায়রা জজ আদালত হিসেবে পরিচিত হবে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সারা দেশে অবস্থিত সব পারিবারিক আপিল আদালত, সব শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল এবং সব ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইবুনাল এ ঘোষণার আওতায় পড়বে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

চট্টগ্রাম বন্দরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন ৯ জুলাই যোদ্ধা

চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন গেজেটভুক্ত নয়জন জুলাই যোদ্ধা। গত ১২ জানুয়ারি তাদের সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়। পরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনাল অফিসারের দপ্তর থেকে জারি করা আদেশে তাদের কর্মস্থল নির্ধারণ করা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বন্দরের দৈনন্দিন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য এসব জুলাই যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারী পদে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। তারা প্রশাসন, নৌ-বিভাগ, নৌ-প্রকৌশল, বিদ্যুৎ, হাইড্রোগ্রাফি, অর্থ ও হিসাব, পরিকল্পনা বিভাগসহ একাধিক শাখায় দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া, চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বন্দর পরিচালিত বালিকা উচ্চবিদ্যালয়েও তাদের পদায়ন করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগীরা মাসে ২৬ হাজার ৬৩৬ টাকা এবং সহকারীরা প্রায় ২১ হাজার টাকা করে সেবা মূল্য পাবেন। নিয়োগপ্রাপ্ত জুলাই যোদ্ধারা হলেন- আরবি মোহাম্মদ আল মিরাজ, মোহাম্মদ সাকিল, মো. মেহেরাজ হোসেন, মাহবুবুল আলম, মো. শেফাতুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারেক, মো. আমির হোসেন ও মো. ইব্রাহীম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

বিশ্ববাজারে সর্বকালের সর্বোচ্চ দামে সোনা-রুপা

বিশ্ববাজারে সর্বকালের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছেছে সোনা ও রুপা। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে কম থাকায়, সুদ কমানোর জল্পনা জোরদার হওয়ায়, নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে ধরা সোনা-রুপার প্রতি বিনিয়োগকারীদের ঝোঁক বেড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বুধবার গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে স্পট সোনার দাম এক শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায়, প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৬৩২ দশমিক ০৩ ডলার। এর আগে, লেনদেনের এক পর্যায়ে সোনা সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৬৩৯ দশমিক ৪২ ডলারে পৌঁছায়। ফেব্রুয়ারিতে সরবরাহযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রের সোনার ফিউচারও ০.৯ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার ৬৩৯ দশমিক ৫০ ডলারে লেনদেন হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

জামায়াতসহ ১১ দলের সংবাদ সম্মেলন স্থগিত

জামায়াতসহ ১১ দলের সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। বুধবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলীয় আসন সমঝোতার জোটের সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আজাদ স্বাক্ষরিত একটি বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে, সকালে হামিদুর রহমান আজাদ স্বাক্ষরিত অন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনের কথা জানানো হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি ও তাদের শরিক ১১ দলের মধ্যে আসন সমঝোতার আলোচনা চললেও, এখনো চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫)

মোবাইল ফোনের দাম কমাতে সবাইকে সক্রিয় হতে হবে : ফয়েজ তৈয়্যব

দেশের আইসিটি ও টেলিকম খাতে পরবর্তী সরকারের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ রেখে যাচ্ছেন না বলে মন্তব্য করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। আইসিটি ও টেলিকম খাতে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া সংস্কার কার্যক্রম পরবর্তী সরকার অব্যাহত রাখবে বলে প্রত্যাশা প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি, শুল্ক কমানোর ফলে মোবাইলের দাম কমাতে এনবিআর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ভয়েস ফর রিফর্ম আয়োজিত 'আইসিটি ও টেলিকম খাতের সংস্কারনামা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করেছে টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি পলিসি অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম (টিআইপিএপি)। ভয়েস ফর রিফর্মের সহ-আহ্বায়ক ও বেসিসের সাবেক সভাপতি ফাহিম মাশরুরের সঞ্চালনায় বৈঠকে বক্তব্য দেন বিটিআরসির কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ইকবাল আহমেদ, টেলিকম বিশেষজ্ঞ মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, বাক্কোর সভাপতি তানভীর ইব্রাহিম, আইসিটি সেক্টর দুর্নীতি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. নিয়াজ আসাদুল্লাহ প্রমুখ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন

বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে সরকার। গত ১২ জানুয়ারি এ তিনটি নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে আলাদা আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। 'বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে 'রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে। এছাড়া, 'ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। গত বছরের ২৬ নভেম্বর এই তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনে অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহের সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার জন্য ওই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, তথ্য-প্রযুক্তি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ নিয়ে দেশে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংখ্যা বেড়ে হলো ৯টি। বর্তমানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

জুলাই সনদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করবে বিএনপি : সালাউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি প্রস্তাব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে বিএনপি। জুলাই সনদের বাইরে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। বুধবার দুপুরে, পেকুয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা মাঠে উপজেলা ওলামা মাশায়েখ সম্মেলন ও পেকুয়া উপজেলা তানজিমে আহলে হক্ব পরিচালিত বার্ষিক মেধা বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "আমরা রাজনীতি করি দেশের মানুষের জন্য। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এগুলোর জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে কিছু সংস্কারের প্রস্তাব আমরা করেছি। জাতীয়ভাবে সেগুলো আমরা প্রতিপালন করবো।" সংবিধানের মূলনীতিতে মহান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় সংযোজন করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, "শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথমবারের মতো বিসমিল্লাহ সংযোজন এবং মহান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী সরকার সেটা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তাহলে সংবিধানের মূলনীতিতে মহান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় সংযোজন করবো, ইনশাল্লাহ।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত, নির্বাচন স্থগিত চেয়ে রিট

লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের পরবর্তী সব কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে। বুধবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহমুদুল হাসান। রিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক এবং র‍্যাব মহাপরিচালককে বিবাদী করা হয়েছে। রিট পিটিশনে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেশের বিভিন্ন থানা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যালয় থেকে ৫ হাজার ৭৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬ লাখ ৫১ হাজার ৬০৯ রাউন্ড গোলাবারুদ লুট হয়। অত্যন্ত উদ্‌বেগের বিষয় হলো- সরকার এসব অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও, এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রিটে আরও বলা হয়, এ বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে থাকায় আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থীদের জীবন চরম হুমকির মুখে পড়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হলে এ নির্বাচন রক্তক্ষয়ী হবে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বক্তব্য দিয়েছেন যে, নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৬%, পূর্বাভাস বিশ্বব্যাংকের

চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি জিডিপি ৪ দশমিক ৬ শতাংশ হবে- এমন পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলেছে, পরের অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬ দশমিক ১ শতাংশ হতে পারে। বুধবার বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস জানুয়ারি সংস্করণে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, মানুষের ভোগ ব্যয় বাড়বে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ কমবে। এছাড়া, ২০২৬ সালের শুরুতে জাতীয় নির্বাচন হলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমবে। এর পাশাপাশি, নতুন সরকার এসে কাঠামোগত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করবে। এতে শিল্পখাত শক্তিশালী করবে। এসব প্রত্যাশা করে বিশ্বব্যাংক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। এসব কারণে, সরকারি খরচ বাড়ানোর পাশাপাশি বিনিয়োগও বাড়বে, মনে করছে সংস্থাটি। বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে এখন লক্ষ্যের চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেশি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি কঠোর করা হয়েছে। বাংলাদেশে ঋণের প্রবাহ কমেছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

অধ্যাদেশ জারির কাজ চলছে, শিক্ষার্থীদের ধৈর্যশীল হওয়ার আহ্বান

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে ফের আন্দোলনে নেমেছেন রাজধানীর সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। বুধবার তারা ঢাকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধ করেছেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে নগরবাসী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির পরিমার্জিত অধ্যাদেশের খসড়াটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান। এমন সময়ে 'শিক্ষার্থীদের ধৈর্যশীল সহযোগিতা একান্ত কাম্য' বলে উল্লেখ করেছে মন্ত্রণালয়। গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের পরিমার্জিত খসড়াটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক

উৎকর্ষ নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণীত অধ্যাদেশটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিগত সম্মতি এবং লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং শেষে উপদেষ্টা পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ইতোমধ্যেই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করা হয়েছে, যা শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উচ্চশিক্ষার এ নতুন কাঠামোটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পেশাদারিত্ব এবং ধৈর্যশীল সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অসম্পূর্ণ তথ্য বা গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেন ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

নাহিদের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গুলির ঘটনা 'সত্য নয়'

রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের রাজনৈতিক কার্যালয়ে কোনো ধরনের গুলির ঘটনা ঘটেনি। বুধবার বিকেলে বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী রাশিদুল আমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এনসিপির নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহবুব আলম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বাড্ডায় ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড এনসিপির সাংগঠনিক অফিসের পাশে গতকাল মঙ্গলবার গুলির ঘটনা ঘটে। এটি নির্বাচনি অফিস বা নাহিদ ইসলামের অফিস নয়। ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই বলে আমাদের মনে হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

২৮ জানুয়ারি ডিজিটাল ইনোভেশন এক্সপো উদ্‌বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ২৯ জানুয়ারি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রদর্শনী 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২৬' শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই মেলার উদ্‌বোধন করার সম্মতি দেওয়ায় মেলা আয়োজনের তারিখ একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আগামী ২৮ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া তিন দিনব্যাপী এই মেলা চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার মেলার আয়োজকরা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র শুরু হতে যাচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২৬। এতে বলা হয়, এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা তার ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও আগামী ২৮ জানুয়ারি এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্বঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করে ২৯ জানুয়ারির পরিবর্তে ২৮ জানুয়ারি থেকে তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী শুরু হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধে অচল ঢাকা, ভোগান্তি চরমে

সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়নের দাবিতে রাজধানীর একাধিক স্থানে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার দুপুর ১২টা থেকে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব, টেকনিক্যাল মোড়, তাঁতিবাজার মোড়, মহাখালী ও ফার্মগেট সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি, আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫'-এর অনুমোদন দিতে হবে এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। পুলিশ বলছে, অবরোধের ফলে ওসব সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সড়ক স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে : শম্পা

ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে' বলে প্রশ্ন তুলেছেন শহিদ শরিফ ওসমান হাদির স্ত্রী রাবেয়া ইসলাম শম্পা। ১৪ জানুয়ারি দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে ফেসবুক পোস্টে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির সংগঠন 'ইনকিলাব মঞ্চ কোনো প্রোগ্রামের ডাক কেন দিচ্ছে না!' বলে বিস্ময়ও প্রকাশ করেন তিনি। রাবেয়া ইসলাম শম্পা লিখেছেন, "ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে! ইনকিলাব মঞ্চ কোনো প্রোগ্রামের ডাক কেন দিচ্ছে না! প্রথমত, বিচার হবে না এই শব্দটাকেই মাথায় আনা যাবে না। বিচার হতেই হবে, সেটা যে-কোনো মূল্যে। বিচার আদায় না হলে ওসমান হাদিরা, বিপ্লবী বীরেরা এ দেশে আর জন্মাবে না। তবে এত দেরি বা সময় কেন লাগছে? ওসমান হাদি একটা অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন বলেছিলেন, "সহজ করে বলতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" তাই যুক্তি-তর্ক, ব্যাখ্যা কিছুই টানছি না। শুধু এতটুকুই বলা, আপনি বা আপনারাও জানেন, কেন সব সহজে হচ্ছে না! জাস্ট মনে রাখবেন, ওসমান হাদি বলে গিয়েছেন, আমাদের লড়াই অনেক দীর্ঘ। মুমিনের জীবন মানেই লড়াই সংগ্রাম। তাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৫ আসাদ)

নতুন সংস্করণে যাচ্ছে সরকারি ৩৬ হাজার ওয়েবসাইট

এগারো বছর পর নতুন সংস্করণে (ভার্শন) যাচ্ছে জাতীয় তথ্য বাতায়নে থাকা সরকারি দপ্তরের ৩৬ হাজার ৪০০ ওয়েবসাইট। মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ২০১৪ সালের পর মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত এ ওয়েবসাইটগুলো আর আপডেট হয়নি। যে কারণে অনেক সময় পুরোনো তথ্য অনুসন্ধানকারীদের বিভ্রান্তি তৈরি করে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে ওয়েবসাইটগুলোর সফটওয়্যার আপডেট না করায় হঠাৎ ডাউন হওয়া, একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি ভিজিটর প্রবেশ করতে না পারা, সহজে পরিবর্তন আনতে না পারাসহ, নানান সমস্যা ছিল। এছাড়া, আগের ভার্সনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দুর্বল ছিল। তাই প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। নতুন ভার্সনে এসব সমস্যা সমাধান ছাড়াও, বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। ধাপে ধাপে সফ্টওয়্যার আপগ্রেডেশনের কাজ হচ্ছে। সফ্টওয়্যার উন্নয়নের জন্য মাঝে মধ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েবসাইট ডাউন পাওয়া যাচ্ছে, প্রবেশ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন অ্যাসপায়ার টু ইনোভেটের (এটুআই) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তারা আরও জানান, আগামী মাসের মধ্যে সফ্টওয়্যার আপগ্রেডেশনের কাজ সম্পন্ন হবে। এর পেছনে মাত্র তিন কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। তবে, সরকারি পোর্টাল ব্যবহারকারীরা জানান, ওয়েবসাইটগুলো উন্নত প্রযুক্তিতে নেওয়া হচ্ছে, এটা ভালো। তবে সরকারি পোর্টালের তথ্য আপডেট থাকে না, এটা অনেক দিনের সমস্যা। প্রযুক্তি যতই উন্নত করা হোক, ওয়েবসাইটে তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনীহা থাকলে এটি খুব বেশি মানুষের উপকারে আসবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশের ক্রান্তিলগ্নে বিএনসিসি ক্যাডেটদের ভূমিকা অগ্রণী : সেনাপ্রধান

সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে-কোনো ক্রান্তিলগ্নে বিএনসিসি ক্যাডেটদের ভূমিকা অগ্রণী বলে উল্লেখ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সাভারের বাইপাইলস্থ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে বার্ষিক কেন্দ্রীয় ক্যাম্পিং-২০২৫/২৬ এর সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সেনাপ্রধান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, সেনাবাহিনী প্রধান বিএনসিসিতে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার, বিএনসিসি অফিসার, প্রফেসর, আন্ডার অফিসার, টিচার, আন্ডার অফিসার ও বিএনসিসি ক্যাডেটদের মাঝে তার স্বাগত ভাষণ ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। সেনাপ্রধান সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিএনসিসি ক্যাডেটদের অগ্রণী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই সংস্থার সব সদস্যকে অভিনন্দন জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

দল-মতের উর্ধ্বে থেকে ত্রুটিবিহীন নির্বাচন উপহার দিতে হবে

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন যেন নির্বাচনি পরিবেশ বিনষ্ট করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ডিসেম্বর-২০২৫ মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ডিএমপির পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, দল-মতের উর্ধ্বে থেকে একটি ত্রুটিবিহীন নির্বাচন উপহার দিতে হবে। নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে প্রার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, সবাই যেন আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এছাড়া, কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন যেন নির্বাচনি পরিবেশ বিনষ্ট করতে না পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কোনো ঘটনা কেন্দ্র করে কেউ যেন কোনো রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে না পারে, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ ১৪০০ মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা, আমাদের মনে রাখা দরকার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) এবং গণভোট সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, জাতীয় সনদ যখন ছাপা হয়েছে, তখন সেটা কালো কালিতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিটি অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা, এটা মনে রাখবেন। তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ কালো কালিতে ছাপা হলেও, ১৪০০ মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। এইটাই আমাদের মনে রাখা দরকার। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের শহিদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলী রীয়াজ বলেন, “আমাদের একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা যারা জীবিত আছি তাদের ওপর। যে মানুষেরা প্রাণ দিলেন, নিপীড়িত হলেন, তারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারা যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তা যেন ভবিষ্যতে এদেশে ফেরত না আসে।” গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “গণভোট কোনো ব্যক্তির জন্য ভোট নয়। গণভোটে বলা হচ্ছে, আগামী পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দেশটা কীভাবে চলবে। আপনি যখন জাতীয় সংসদ তৈরি করবেন, তার সদস্যদের তৈরি করবেন, তারা পাঁচ বছর দেশ চালাবেন। কিন্তু কীভাবে চালাবেন?

গণভোটের মাধ্যমে তারই দিক-নির্দেশনা আপনারা দিয়ে দেবেন। কারণ, দেশটা আপনার, দেশটা আমার। আমরা বলবো এইভাবে দেশ চলবে।" সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) মনির হায়দার। পরে একই স্থানে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিশেষ মতবিনিময় সভায় অংশ নেন আলী রীয়াজ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রার্থী বাদ পড়ছে, অভিযোগ খেলাফত মজলিশের

১১ দলীয় ঐক্য অটুট রাখার স্বার্থে ন্যায্যতার ভিত্তিতে আসন সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে খেলাফত মজলিশ। আসন ভাগাভাগিতে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রার্থী বাদ পড়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন দলটির নেতারা। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ১১ দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার এক জরুরি অধিবেশনে এমন মন্তব্য করা হয়। খেলাফত মজলিশ নেতারা বলেন, নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর 'ওয়ান বক্স পলিসি' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন খেলাফত মজলিশের মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি জাতীয় নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়ে 'ওয়ান বক্স পলিসির' প্রস্তাবনা পেশ করেন। তারা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের সব শক্তির প্রথম ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ তৈরি করেছিল খেলাফত মজলিশ। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খেলাফত মজলিশের সাধারণ পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশনে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সবপক্ষের নেতাদের সেদিন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল। দলটির নেতারা অভিযোগ করে বলেন, এরই মধ্যে ইসলামি সমমনা ৫টি দল থেকে ৮ দল এবং সর্বশেষ ১১ দল মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১১ দলের শরিকদের সঙ্গে সর্বশেষ আলোচনায় খেলাফত মজলিশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী ও অঞ্চল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে, যা শুধু খেলাফত মজলিশের জন্যই নয়, জোটের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। তারা জানান, সারা দেশে খেলাফত মজলিশের ৭৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে ৭২ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ভোট দেননি ৮০ শতাংশের বেশি ভোটার, 'আগেই হয়ে যায়' অর্ধেকের ভোট

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) সাধারণ ভোটারদের মতামত সংগ্রহ করেছিল তদন্ত কমিশন। সর্বসাধারণের মতামত নিতে তদন্ত কমিশন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করে। সম্প্রতি এই তিনটি নির্বাচনে অনিয়ম, দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিশন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে। হাইকোর্টের সাবেক বিচারক শামীম হাসনাইনকে কমিশন প্রধান করে গঠিত হয় কমিটি। ওই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে জনমত জরিপের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত ফলাফলও প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, বিগত তিন নির্বাচনে ৮০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দেননি। এক্ষেত্রে, তারা তৎকালীন প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থাহীনতাকে দায়ী করেন। পাশাপাশি, জরিপে অংশ নেওয়া অর্ধেকের বেশি ভোটার জানান, তাদের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দেন। অর্থাৎ, তারা বুথে যাওয়ার আগেই তাদের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

এমন কিছু করছি না যে, পরবর্তী সরকারকে এসে উল্টেপাল্টে দিতে হবে

ফিলিস্তিনের গাজায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে (আইএসএফ) বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তবে, বাংলাদেশের যদি এতে যেতে হয়, নির্বাচিত সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। গাজায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হতে নীতিগতভাবে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা জানানো হয়েছে। এটি নিরাপত্তা উপদেষ্টার, নাকি সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত- এমন প্রশ্ন রাখা হয় উপদেষ্টার কাছে। জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, গাজায় ফোর্স পাঠানোর সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। নীতিগত সিদ্ধান্ত বলতে এটা নিয়ে এখনো আলাপ-আলোচনা চলছে। একেবারে ঠিক হয়নি যে, কারা থাকবে, কারা থাকবে না। তবে মূল কথা হলো- যে তিনটি শর্তের কথা বলা হয়েছে, এ পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আমরা ওখানে যাবো না। আমরা ওখানে লড়াই করতে যাবো না। তিনি বলেন, ওখানে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ থাকবে, যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা বা কথা বলাই সম্ভব না, সেক্ষেত্রে আমরা যাবো না। আমাদের শর্তগুলো মোটামুটি পরিষ্কার। আসলে সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। সরকারের শেষ সময়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষের দিকে এলেও দেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা হঠাৎ বদলে যায় না। আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না বা নেবো না, যা পরবর্তী সরকারকে এসে উল্টে দিতে হবে। তিনি বলেন, যে পরিবর্তন হবে, সেটা খুব স্মুথ হবে। আমরা আশাবাদী ৫ আগস্টের মতো কিছু হবে না। অবশ্যই যদি ডেপ্লয়মেন্টর (আইএসএফ যাওয়া) সিদ্ধান্ত আসে, পরবর্তী সরকার এসে নেবে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকারের সঙ্গে বৈঠকে গাজায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হতে নীতিগতভাবে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা জানান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

২২ জানুয়ারি থেকে প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে, যা চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৮ লাখের বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান আরও বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধানে প্রিসাইডিং অফিসারদের ক্ষমতায়ন, কর্মপরিধি ও নিরাপত্তায় সাত দফা সুপারিশ করেছে ইসি। একইসঙ্গে প্রিসাইডিং অফিসারদের দায়িত্বপালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অ্যাপসের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের মতামত চেয়েছে ইসি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় যুক্তি-তর্ক শুরু ২০ জানুয়ারি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বেরোবির সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ ৩০ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন এ মামলায় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের জন্য আগামী ২০ জানুয়ারি দিন নির্ধারণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারিক প্যানেল যুক্তি-তর্কের এ দিন ঠিক করেন। প্যানেলের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। ট্রাইবুনালের বাইরে চত্বরে এক ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের বলেন, আজ আবু সাঈদের মামলার তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়েছে। এখন মামলায় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের জন্য আগামী ২০ জানুয়ারি দিন ঠিক করেছেন আদালত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ২১৩ কেন্দ্রে শতভাগ ভোট, সব যায় নৌকার বাক্সে

সবশেষ তিনটি (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) জাতীয় নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত তদন্ত কমিশন। প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনে সারা দেশে ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছিল। সেসব কেন্দ্রের শতভাগ ভোটই পড়েছিল নৌকা প্রতীকে। অন্য প্রতীকের কোনো প্রার্থী একটিও ভোট পাননি। এই তিনটি নির্বাচনে অনিয়ম, দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি শামীম হাসনাইনকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিশন সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, একাদশ জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পায় মোট প্রদত্ত ভোটের ৭৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ, আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি পায় ১২ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ (যা অসম্ভব) এবং ১৪১৮টি কেন্দ্রে ৯৬ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে, যা অস্বাভাবিক ঘটনা। আরও লক্ষণীয় যে, শতভাগ ভোট পড়া কেন্দ্রগুলোতে সব ভোট পান নৌকা প্রতীকের প্রার্থী। অন্য প্রতীকের কোনো প্রার্থী একটিও ভোট পাননি। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, কারচুপির নির্বাচন ছাড়া কোনো নির্বাচনে শতভাগ ভোট পড়া সম্ভব নয়। এখানে মৃত ভোটার থাকে, প্রবাসী ভোটার থাকে এবং আরও অনেক অনুপস্থিত ভোটার থাকে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ৫৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৮৬টিতে (৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ) ভোট পান নৌকা প্রতীকের প্রার্থী। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগকে অন্যায় সুবিধা দিতে সরকারের আজ্ঞাবহ কর্মকর্তাদের মাঠ প্রশাসনের উচ্চপদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সচিব পদেও দায়িত্ব পান সরকারের আজ্ঞাবহ কর্মকর্তারা। পুলিশ প্রশাসনেও আওয়ামী লীগের দলীয় মতাদর্শের লোকদের শীর্ষ পদে বসানো হয়। এ বিষয়ে সরকার বা নির্বাচন কমিশন সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ লোকদের বদলির মাধ্যমে পদায়নের কোনো ব্যবস্থা করেনি, যা বিরল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

নারায়ণগঞ্জে এনসিপির প্রার্থীর ওপর হামলার চেষ্টা, আহত ২

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল আমিনের ওপর হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে ফতুল্লার কাশীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম দেওভোগ বাঁশমুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ধস্তাধস্তিতে অন্তত দুই এনসিপি কর্মী আহত হন। তারা এনসিপির ছাত্র-উইং ছাত্রশক্তির মহানগর কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মারুফ সরকার (২১) ও ফতুল্লা থানা কমিটির সংগঠক আবু তাহের (২২)। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জেলা জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রাইসুল ইসলাম

জানান, ফতুল্লার কাশিপুর বাশমুলি এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এক যুবককে আল আমিনের পেছনে অনুসরণ করতে দেখা যায়। সন্দেহ হলে তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তার জামার নিচ থেকে বড় একটি চাপাতি পাওয়া যায়। এ সময় তিনি পালাবার চেষ্টা করেন এবং এনসিপির দুই কর্মীকে আহত করেন। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, "আমি গণভোট নিয়ে গণসংযোগে ছিলাম। এ সময় আমার সঙ্গে ৪০-৫০ জন কর্মী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মতবিনিময় করছিলেন। এ সময় এক তরুণ আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। তাকে সন্দেহ হলে থামিয়ে তল্লাশি করলে জামার ভেতরে ধারালো চাপাতি পাওয়া যায়।" তিনি আরও বলেন, "চাপাতি নিয়ে অনুসরণের কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, এক লোক নাকি তাকে অস্ত্র নিয়ে অনুসরণ করতে বলেছে। এলাকাটি মাদক ও কিশোর গ্যাং সদস্যদের জন্য অভয়ারণ্য। মুহূর্তের মধ্যেই ওই ছেলের সঙ্গে বেশকিছু লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তখন স্থানীয়রা আমাকে সেফলি গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যেতে বলেন। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন নয়, তরুণদের চাকরির অধিকার দিতে হবে

ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন নয়, বরং তরুণদের চাকরি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্র-শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে পাবনা শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল, স্বাধীনতা চত্বরে সংগঠনটির পাবনা শহর শাখার আয়োজনে তরুণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। শিবির সভাপতি বলেন, "কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এক কোটি কার্ড দেওয়ার কথা বলে দুর্নীতি-লুটপাট করে দেশকে দেউলিয়া করে ভারতে পালিয়েছে। নতুন করে আরেকটি দল নির্বাচনকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন দেখাচ্ছে। আমরা ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন চাই না। ৪০ লাখ বেকার তরুণ সমাজকে চাকরির অধিকার দিতে হবে। আমরা আর এসব শিশু ভোলানো জিনিসে প্রতারিত হতে চাই না।" তিনি বলেন, "তরুণ সমাজকে মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে, কারা আগামীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সামনের নির্বাচনে ইনসাফের পক্ষের শক্তিকে বিজয়ী করতে হবে। ভোট ডাকাতির চিন্তা যদি কেউ করে, তাহলে তরুণ সমাজ বসে থাকবে না। তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্র-শিবির তা প্রতিহত করবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ইসিতে স্বামীর অভিযোগে প্রার্থিতা হারালেন স্ত্রী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুড়িগ্রাম-৪ (চিলমারী, রৌমারী ও রাজিবপুর) সংসদীয় আসনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একই আসনে স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হন। এ আসনে জাতীয় পার্টি থেকে প্রার্থী হয়েছেন কে এম ফজলুল মন্ডল। তার স্ত্রী মোছা. শেফালী বেগম প্রার্থী হন বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি)। তবে শেফালী বেগমের প্রার্থিতা বাতিল হয়ে গেছে। ইসিতে তার স্বামী ফজলুল মন্ডল অভিযোগ করায় শেফালীর প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এর আগে, স্ত্রীর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করেন ফজলুল মন্ডল। তার আবেদন মঞ্জুর হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রার্থিতা বাতিল হয়ে গেছে। কে এম ফজলুল মন্ডলের দাবি, তাদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে শেফালী বেগম গণমাধ্যমকে বলেছেন, আইনি দৃষ্টিতে কে এম ফজলুল মন্ডল এখনো তার স্বামী। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য থাকায় কয়েক বছর ধরে আলাদা থাকছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কথা ভাবতে হবে : তথ্য উপদেষ্টা

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কথা ভাবতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে অন্য প্রাণ ও প্রকৃতির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। নিজেকে এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী উল্লেখ করে উপদেষ্টা জানান, আজ তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে নয়, ভিকারুননিসা পরিবারের সদস্য হিসেবে উপস্থিত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি বলেন, এ স্কুল অসংখ্য যোগ্য ও স্বনামধন্য শিক্ষার্থী তৈরি করেছে। এ স্কুলকে যারা মহিমান্বিত করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, সে মানুষ গড়ার কারিগরদের জানাই অশেষ শ্রদ্ধা। শিক্ষার্থীদের পরিবেশের প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রিজওয়ানা হাসান বলেন, আমাদের বুঝতে হবে, কেন আমরা প্লাস্টিকের বোতল ছেড়ে কাচের জগ-গ্লাসে ফেরত যাচ্ছি। এটা মূল্যবোধের বিষয়। যারা এখানে আছেন, তারা বাবা-মাকে, পরিবারকে প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে আগের মতো চটের ব্যাগ ব্যবহার করতে অনুরোধ করবেন। আজকে প্লাস্টিক আমাদের শরীরের রক্তে, ফুসফুসে, মায়ের দুধে পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, এর জন্য মানুষের অসচেতনতা দায়ী। উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার্থীদের রাজনীতি সচেতন হতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা শুধু ব্যক্তি ও পরিবার উদ্‌যাপন করে। কিন্তু, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সফলতা সমাজ ও রাষ্ট্র উদ্‌যাপন করে। দেশকে বদলাতে হলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

দু-একদিনের মধ্যেই ১১ দলীয় জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা হবে

আসন সমঝোতা নিয়ে ১১ দলীয় জোটের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলমান বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, আসন সমঝোতা নিয়ে সব দলই উদার অবস্থানে রয়েছে। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত ৮টায় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, এখনো সময় রয়েছে। ২০ তারিখ (জানুয়ারি) পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার হবে। এখনো অনেকে আপিল করছেন। এর (২০ জানুয়ারির) আগে, সব সমাধান হবে। তিনি বলেন, আজ বৈঠকে খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাসহ তিনটি বিষয়ে জানতে চেয়েছে। এসব বিষয়ে তাদের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া হয়েছে। এ সময় প্রতিনিধি দলের সদস্য ও মার্কিন শিক্ষাবিদ ড. গর্ডন ক্লিংগেনশমিট বলেন, খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ে জামায়াত আমিরের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার উত্তরে প্রতিনিধিদল সন্তুষ্ট বলে জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ

ঋণখেলাপির তালিকা থেকে কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালত। একইসঙ্গে দুই সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আদালত। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার। মুন্সির পক্ষে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী বিভূতি তরফদার। শুনানিতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী জানান, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি এরই মধ্যে তার ঋণ পুনঃতফশিল করেছেন। যদিও তাকে আদালত ঋণখেলাপি হিসেবেই বহাল রেখেছেন। ফলে, আইন অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ এখনো অনিশ্চিত। গত ৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট মঞ্জুরুল আহসান মুন্সিকে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, পরে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের সেই আদেশ স্থগিত করেন। এরপর চেম্বার আদালতের ওই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি। কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলার আলামত প্রদর্শিত হবে স্মৃতি জাদুঘরে

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিভিন্ন মামলায় জব্দ করা আলামত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১। এক মাসের জন্য এগুলো প্রদর্শন করা হবে। এসব আলামতের মধ্যে রয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের সময়ে হতাহত ব্যক্তিদের রক্তমাখা পোশাক ও নির্যাতন চালানোর চেয়ার প্রভৃতি। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইবুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদালত আজ আলামতগুলো জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শনের অনুমতি দেন। আদেশের পর প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের বলেন, গণভবনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে এবং তার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০ জানুয়ারি সেটি উদ্‌বোধন হবে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আলামতগুলো প্রদর্শনের জন্য প্রসিকিউশনের মাধ্যমে আবেদন করার পর ট্রাইবুনাল অনুমতি দেন। ট্রাইবুনাল এক মাসের জন্য এ অনুমতি দিয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকে এক মাসের জন্য এগুলো জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে রাখা যাবে। আলামতগুলো নিয়ে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম বলেন, ট্রাইবুনালে যে-সব মামলা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে অথবা চলমান, সেখানে যে-সব উপাদান জব্দ করা হয়েছে, যেমন গুলি, অস্ত্র, রক্তমাখা পোশাক অথবা যে-সব চেয়ারে এই নির্যাতনগুলো করা হয়েছে ইত্যাদি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

ONLY TRUMP CAN STOP PUTIN: POLISH PRESIDENT

Donald Trump is the only world leader capable of stopping Vladimir Putin from threatening Europe, according to Poland's President Karol Nawrocki. In an interview with Radio 4's Today programme he said the Russian leader was not to be trusted, but that Europe needed to do everything it could to support President Trump in his efforts to end the war in Ukraine. President Nawrocki was already well-known as a firm supporter of Donald Trump even before he landed in Britain for meeting with PM Sir Keir Starmer and others. Now, he says that with Vladimir Putin's Russia threatening his country as well as central and eastern Europe, the US president was the only person who could, as he put it, "solve this problem" -

as well as ending the war in Ukraine. The Polish president then thanked Britain for sending over RAF Typhoon jets to help defend his borders. He said Poland had been in a state of hybrid war with Russia since 2021, as it dealt with drones and disinformation.
(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

TRUMP VOWS 'VERY STRONG ACTION' IF IRAN EXECUTES PROTESTERS

President Donald Trump has said the US will take "very strong action" against Iran if it executes protesters, as rights groups say more than 2,400 anti-government demonstrators have been killed in a violent crackdown by Iranian authorities. Relatives of 26-year-old Erfan Solano, who was detained last week, have told BBC Persian that he is due to be executed on Wednesday. A representative from the Hengaw Organization for Human Rights also told the BBC that they had "never witnessed a case move so quickly". Speaking to the BBC's US partner CBS News, Trump said of potential executions: "If they hang them, you're going to see some things... We will take very strong action if they do such a thing."
(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

AT LEAST 32 KILLED AFTER CRANE COLLAPSES ON TRAIN IN THAILAND

At least 32 people have been killed and 64 others injured after a construction crane fell onto a moving train in north-eastern Thailand. The crane derailed the train and crushed some of its carriages, one of which caught fire. A one-year-old and an 85-year-old are among those injured, with seven people in critical condition, according to authorities. Official records say some 195 passengers had been onboard the train when the accident occurred at around 09:00 local time. The State Railway of Thailand has launched an investigation into the incident and announced that it is taking legal action against the construction company responsible for the crane. (BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

GREENLANDERS BRACE FOR SUMMIT THAT COULD SHAPE THE ARCTIC'S FUTURE - AND THEIR OWN

It's crunch time. The US Vice-President, JD Vance, is hosting the Danish and Greenlandic foreign ministers, as well as their US counterpart, Marco Rubio, in the White House on Wednesday. The focus of the talks: the future of the world's biggest island, Greenland. There is a large digital news ticker tape running above the snow-covered shopping mall in the island's capital, Nuuk. Donald Trump says he wants this territory and he'll take it "the easy way or the hard way". Ahead of Wednesday's talks, he said the US needed Greenland for national security, and Nato "should be leading the way for us to get it".
(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

CHINA ANNOUNCES RECORD $1TN TRADE SURPLUS DESPITE TRUMP TARIFFS

China announced record export numbers for 2025, a year when US President Donald Trump's tariffs and trade policy caused turmoil in the global economy. Beijing on Wednesday reported the world's largest-ever trade surplus - the value of goods and services sold overseas compared to its imports - at $1.19tn. It's the first time China's full-year trade surplus has passed $1tn, beating 2024's record figure of $993bn. China's monthly export surpluses passed $100bn seven times last year - a sign that Trump's tariff campaign have barely affected its overall trade with the rest of the world.
(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

UGANDA ELECTION CHIEF SAYS HE HAS HAD THREATS OVER RESULTS DECLARATION

The head of Uganda's electoral body says he has received threats warning him against declaring certain presidential candidates the winners of Thursday's election. Simon Byabakama said he would not be intimidated by such threats from senior state officials, whom he did not name. He was responding to a BBC question about a widely shared video which shows a presidential assistant saying the electoral commission would never declare opposition candidate Robert Kyagulanyi, popularly known as Bobi Wine, as president, even if he were to win. "Some people say if you don't declare so-and-so as president, you will see. I tell them I am not in the business of donating votes," said Byabakama.
(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

RUSSIAN DOCTORS ARRESTED AFTER 9 BABIES DIE IN MATERNITY HOSPITAL

Two senior doctors have been arrested in Russia following the deaths of nine babies in a maternity hospital in Siberia this month. The newborns died during the long New Year holiday in Novokuznetsk, Russia's main investigative authority said in a statement. No

reason for the babies deaths has been given. The case has caused anger around Russia. All the babies were born in the Novokuznetsk Maternity Hospital No.1 from 1-12 January, with the first death on 4 January, Russia's Investigative Committee spokeswoman Svetlana Peterenko said. (BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

VENEZUELA HAS FREED SOME AMERICAN CITIZENS FROM PRISON: US OFFICIAL

Venezuela has started releasing multiple Americans detained across the country, according to a US state department official. The official did not confirm the identities or number of prisoners released by Venezuela, but in a statement called the move "an important step in the right direction by the interim authorities". It is the first known release of American citizens since a US military operation seized President Nicolas Maduro and his wife during a raid in the capital Caracas on 3 January, to face drug trafficking charges in New York. The UN says Venezuela has so far only released about 50 people out of what campaigners say is a tally of more than 800 political prisoners in the country.

(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

LAST YEAR WAS UKRAINE'S DEADLIEST FOR CIVILIANS SINCE 2022: UN

2025 was the deadliest year for civilians in Ukraine since 2022, according to the United Nations (UN). Conflict-related violence killed at least 2,514 civilians last year, the UN's Human Rights Monitoring Mission in Ukraine said, compared with 2,088 in 2024 and 1,974 in 2023. The number of injured civilians also increased sharply each year. The year's deadliest attack killed at least 38 civilians in the western city of Ternopil in November, it reported, including eight children. On Tuesday President Volodymyr Zelensky said overnight Russian strikes had killed four people in Kharkiv and left "several hundred thousand households" without power in and around Kyiv amid freezing temperatures.

(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

UK SUMMONS IRANIAN AMBASSADOR OVER 'BRUTAL' KILLINGS

The UK government has summoned the Iranian ambassador in response to the ongoing "brutal" killings of protesters in the country, the foreign secretary has said. Thousands of people are feared dead or have been detained after a crackdown on anti-government protesters across Iran in recent days. Foreign Secretary Yvette Cooper outlined "the UK's total abhorrence of the killings, the violence, and the repression that we are seeing" in a Commons statement, and said she feared the death toll may be significantly higher than reported so far. She also said the government would implement "full and further sanctions" against Iran targeting finance, energy, transport, software and other industries.

(BBC News Web Page: 14/01/26, FARUK)

:: THE END::